দ্বীপান্তর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ——অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
২০, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা—৯
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দেড় টাকা

শিল্পীপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু

লাভপুর, বীরভূম

১০ আষাঢ়, ১৩৫০
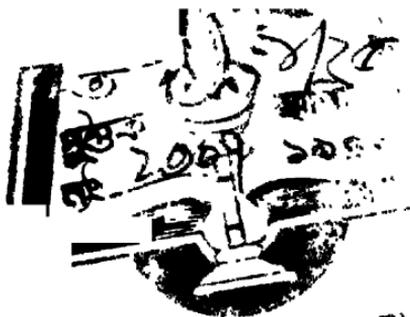
পরিচয়

ধনদাপ্রসাদ	জমিদার
প্রমদা	ঐ বড় ছেলে
জ্ঞানদা	ঐ ছোট ছেলে
কালীচরণ	লাঠিয়াল বাগদী
তারাচরণ	ঐ পুত্র
ভীম ভল্লা	বাগদী (তারাচরণের শ্বশুর)
অর্জ্জুন	ঐ পুত্র
ফুরু বাগদী	ছিঁচকে চোর
গুরুচরণ সাহু	মহাজন
রাজা মিয়া	তারাচরণের বন্ধু

দারোগা, ইন্‌স্পেক্টার, জমাদার, জজ, জুরি, উকিল, পুরোহিত, গমস্তা, ঢোলকদার, কন্‌স্টেবল প্রভৃতি।

টগর দাসী	কালীচরণের স্ত্রী
পদ্ম	কালীর বিধবা ভগ্নী
জয়া	ভীমভল্লার কন্যা (তারাচরণের স্ত্রী)

জয়ার সঙ্গিনীগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—১৮৭২ সাল

রায়বাবুদের কালীবাড়ি। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই নাট-মন্দিরের বড় চারিটি থাম দেখা যাইতেছে। দুইটি থামের গায়ে বড় বড় শাণিত খাঁড়া ঝুলানো। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে বড় একটি যূপকাষ্ঠ। কালীমন্দিরের মধ্যে বড় প্রদীপ জ্বলিতেছে। আরতি হইতেছে। কাঁসর ঘণ্টা জয়ঢাক বাজিতেছে। ভিতরে আরতি করিতেছে পুরোহিত। রায়কর্ত্তা ধনদাপ্রসাদ নামাবলী গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। আর কতকগুলি লোক। আরতি শেষ হইতেই লোকগুলি চলিয়া গেল। ধনদাপ্রসাদ নাটমন্দিরে একখানি বিছানো আসনের উপর বসিল। সম্মুখে একটি প্রদীপ এবং সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন।

ধনদা। আনন্দ, আনন্দ, আনন্দময়ী মা!

উপবেশন

পুরোহিত মন্দিরদ্বার বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল

ধনদা। অতিথিশালায় আজ অতিথি ক'জন ভটচাজ?

সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজনগুলি গুছাইয়া লইতে আরম্ভ করিল

ভট্টা। আজ্ঞে হুজুর, দিনের বেলায় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চ'লে গেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কেবল একজন এসেছেন।

ধনদা। তাঁর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়েছে সমস্ত ?

ভট্টা। আয়োজন সবই ক'রে রেখেছি হুজুর, কিন্তু এসেই যে তিনি কোথায় গেলেন—

ধনদা। কোথায় গেলেন মানে ? কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যান নি তো ?

ভট্টা। আজ্ঞে না। সন্ন্যাসী মানুষ—বোধ হয় গঙ্গার ঘাটে-টাটে গিয়ে থাকবেন।

ধনদা। খোঁজ কর. এখুনি খোঁজ কর। আলো নিয়ে দেখ

ভট্টা। এই যাই হুজুর।

প্রস্থান

ধনদা। কি আশ্চর্য্য! অতিথি কোথায় গেল খোঁজ-খবর রাখ না তোমরা ?

রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্তের থামের পাশে আপাদমস্তক আবৃত একটি লোক শুইয়া ছিল

লোক। কোথাও যাই নি আমি। আমি এই আছি।

সে উঠিয়া বসিল এবং আপাদমস্তক আবরণের চোখ দুইটি শুধু খুলিল

ধনদা। কে ? কে তুমি ?

লোক। আমিই সন্ধ্যেবেলায় এসেছি হুজুর।

ধনদা। হাঁ হাঁ। কিন্তু কে তুমি ? তোমার গলার আওয়াজ আমার চেনা মনে হচ্ছে।

আলো লইয়া অগ্রসর হইল এবং মুখের কাছে ধরিল

কে ? কে ? কে তুমি ?

প্রদীপের আলোটা নিবিয়া গেল ; লোকটা হাসিয়া উঠিল সশব্দে

ধনদা। আলো! আলো! আলো!

লোক। ভয় পেলে হুজুর ?

ধনদা। না না, ভয় পাই নি কিন্তু তুমি—তুই—তুই—

লোক। হ্যাঁ, আমি কালীচরণ।

ধনদা। কালীচরণ ? কেলে ? তুই বেঁচে—

লোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি। ভয় পেও না হুজুর, আমি ভূত নই।

ধনদা। আলো ! আলো ! আলো !

লোক। না না আমাকে চিনতে পারবে। আমি ফেরারী—

আলো হাতে (চৌকা লণ্ঠনের মধ্যে বড় প্রদীপ) পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর !

ধনদা। লণ্ঠনটা এইখানে রাখ। আলোটা নিবে গেছে।

পূজক। আজ্ঞে, অতিথিকে—

ধনদা। আছে, আছে। তার সঙ্গেই আমি কথা বলছি।

পূজক। আমি চারিদিক—

ধনদা। তুমি যাও এখান থেকে।

পূজক। আজ্ঞে, ওঁর সেবার আয়োজন—

ধনদা। আমার মহলে। আমার সঙ্গে খাবেন অতিথি। বাড়িতে বউমাকে ব'লে যাও তুমি।

পূজক। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ধনদা। এইবার তোর মুখের কাপড় খোল্ ফেলে, তোকে একবার দেখি। আজও গিন্নী বেঁচে থাকলে বড় খুশি হতেন কালী।

কালীচরণ ধনদাবাবুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মাথার মুখের কাপড় খুলিল এবং হাসিল

ধনদা। তেমন টাঙ্গির মত গোঁফ-জোড়া কামিয়ে ফেলেছিস কেলে ? সেই গালপাট্টা, সেই বাবরি চুল, সব কামিয়ে ফেলেছিস্ রেঃ ? করেছিস কি ?

কালী। চিনতে পারলে কোম্পানি ফাঁসি লটকে দেবে হুজুর, তাই কামিয়ে ফেলতে হ'ল।

ধনদা। ফাঁসি লটকে দেবে? কেন, আবার কি করেছিস তুই?

কালী। সেপাই-হাঙ্গামায় যেতে গিয়েছিলাম হুজুর।

ধনদা। মিউটিনিতে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। কোম্পানির গোরার সঙ্গে লড়াই করেছি হুজুর। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলি চ'লে গিয়েছিল। এই দেখ দাগ।

ধনদা। পনরো বছর আগে ইংরেজী ১৮৫৭ সালে মিউটিনি, তখন তো তোর জেলে থাকবার কথা কেলে। লাট কাষ্টগড়ার সীমানা নিয়ে দাঙ্গায় তোর না সাত বছরের জেল হয়? সে দাঙ্গা ১৮৫৪ সালে, তোর খালাস পাবার কথা ৬১ সালে।

কালী। সেপাইরা ক্ষেপে উঠে জেল খুলে দিয়েছিল, কয়েদীরা বেরিয়ে পড়ল। কতক যোগ দিলে সেপাইদের সঙ্গে, অনেকে চ'লে গেল বাড়ি। আমার হুজুর কেমন মাতন লেগে গেল। আমি ভিড়ে গেলাম সেপাইদের দলে। তারপর আজ পনরো বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর আর থাকতে পারলাম না। এলাম, একবার দেখতে এলাম। ইচ্ছে ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে চ'লে যাব। কিন্তু বুকটা টনটন করছে হুজুর। যেতে মন চাইছে না। ছেলে, মেয়ে, পরিবার, ঘর, ভিটে, গাঁ, তুমি—হুজুর, যাবার কথা মনে হ'লে—এই দেখ হুজুর, আমার চোখ ফেটে জল এসেছে। ধর, আলোটা তুলে ধর, দেখ।

ধনদা। ভয় নেই কালীচরণ, রাজ্য এখন আর কোম্পানির নয়। ভারতের মহারানী এখন কুইন ভিক্টোরিয়া। তিনি ঘোষণা ক'রে সব মাফ দিয়েছেন। তোকে পালাতে হবে না, লুকিয়ে ফিরতে হবে না, তুই থাকবি, যেমন ছিলি তেমনই থাকবি।

কালী। মহারানীর জয় হোক। তুমি সত্যি বলছ হুজুর ?

ধনদা। ভয় নেই তোর, আমি বলছি।

কালী। পায়ের ধুলো দাও হুজুর। তুমি রাজ্যেশ্বর হও। আজ তিন দিন আমি এসেছি হুজুর। রোজ রাত্রে ভেবেছি, চ'লে যাই। কিন্তু পারি নি। সোনার চাঁদ ছেলে, হুজুর, ভল্লা বাগদীর ছেলে তারাচরণ আমার লেকাপড়া শিখেছে, গান বাঁধে, কবি গায়। পরিবার টগরকে দেখলাম হুজুর, সিঁথির সিঁদুর ডগডগ করছে। আমাদের ঘরের মেয়ে, আজ চোদ্দ বছর স্বামী ছেড়ে আছে, দেখলাম, আমার লাঠিটাকে তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, পদ্ম ম'রে গিয়েছে। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম, ফুটফুটে গোরা রং, তেমনই চোখ, তেমনই নাক। আমি যখন জেলে যাই, তখন পদ্ম সাত বছরের। সে কি কান্না পদ্মর। পদ্ম আমার বোন হ'লে কি হবে, আমার মেয়ের বয়সী। মা আমার হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছিল পদ্মকে।

ধনদা। (ধরা গলায়) কালী !

কালী। হুজুর !

ধনদা। (অন্যমনস্ক ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল) তাই তো কালী, তাই তো রে !

কালী। কি হ'ল হুজুর ? কোন কাজ ভুলেছ বুঝি ?

ধনদা। না।

কালী। তবে ?

ধনদা। তুই এক কাজ কর্ কালী। তুই—। কালী, তুই আমাদের লাট রত্নপুরে গিয়ে বাস কর্। এ গ্রামে থাকা তোর ঠিক হবে না।

কালী। কেন হুজুর? (ধনদা নীরব) ও হুকুম তুমি ক'রো না হুজুর। হুজুর, আমার পরিবার-ছেলের মায়াতেই কি শুধু ফিরেছি মনে করছ? তুমি তো জান, বেটাছেলে মরদ, দ্বীপান্তরে গিয়ে যেইখানেই কত জনা বিয়ে ক'রে বাস করে। আমার এই গাঁ, আমার পিতৃপুরুষের ভিটে—আজ সাত বছর অহরহ আমার মনে পড়েছে। হুজুর, সেদিন চাঁদনী রাতে যখন গাঙের ওপারে এসে দাঁড়ালাম, তখন গাঙ দুকূল পাথার, গাঙে টানের কলকল শব্দ শুনে আমার বুক ও শিউরে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। তারপর চাঁদনী রাতে বুড়োশিবের মন্দির চড়োর পানে তাকালাম; তোমাদের দুধবরণ চিলেকোঠার ছাদ ঝলমল করছে দেখলাম। আমাদের পাড়ার অশথগাছের ডগাটা দেখলাম হিলহিল ক'রে বাতাসে কাঁপছে। হুজুর, গাঙের জলের শব্দ যেন আর শুনতে পেলাম না। চাঁদনী রাতে দুকূল পাথার জল চোখে যেন দেখতে পেলাম না। বুকের মধ্যেটা আনচান ক'রে উঠল। 'জয় কালী' ব'লে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম নদীতে। সোজা সাঁতার কেটে এসে উঠলাম তোমাদের অন্দরের ঘাট—বউমানিকের ঘাটে। গাঁ ছাড়তে ব'লো না হুজুর। জোড়হাত করছি তোমাকে।

ধনদা। না না না, সে কথা নয় কালীচরণ।

কালী। হুজুর, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

ধনদা। পদ্মর মৃত্যুর খবর তোকে দিলে টগর—তোর পরিবার?

কালী। হ্যাঁ, বললে, কলেরা হয়ে—

ধনদা। কালী, তোকে রত্নপুরে গিয়েই বাস করতে হবে। সেখানে তোকে আমি পঁচিশ বিঘে জমি দোব।

কালী। ও! আমার চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছ হুজুর, তাই বলছ? যা কেড়ে নিয়েছ, তাই ফিরে দিলে তোমার মাথা হেঁট হবে। বুঝেছি হুজুর।

ধনদা। হ্যাঁ, তোর পাইক-সর্দারী চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালীচরণ।

কালী। দোষ তোমার হয়েছে হুজুর। আমার বাবা দ্বীপান্তরে মরেছে হুজুরদের চর দখলের দাঙ্গার মামলায়, আমার হ'ল সাত বছর মেয়াদ। তবে অন্যে না বুঝুক, আমি জানি, তুমি কেন আমার চাকরান কেড়ে নিয়েছ।

ধনদা আশ্চর্য হইয়া কালীর মুখের দিকে চাহিল

ধনদা। তুই জানিস্ কালীচরণ?

কালী। তুমি তারাচরণকে জব্দ করবার জন্যে কেড়ে নিয়েছ জমি, সে আমি জানি। সেই কথাই আমি বললাম তারাচরণকে—বেটা তুমি হয়েছ দৈত্যকুলের পেহ্লাদ, লাঠিয়াল বাগদীর ছেলে—লাঠি ছেড়ে কবিয়াল হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, দুঃখ তোমার হবে না?

ধনদা। আঃ! কালী!

কালী। হুজুর!

ধনদা। চুপ কর্ তুই, চুপ কর্।

কালী। কতকাল পরে হুজুরের পায়ের তলায় এসে পড়েছি, অভয় পেয়েছি, আজ আর চুপ করতে পারছি না হুজুর। শোন শোন হুজুর, তারাচরণ কি বললে শোন, নিজে বেঁধে একখানা গান শোনালে আমাকে। বেটার গানখানি বড় মিঠা হুজুর। গানখানিও বেশ, সুন্দর গান—"যে বাঁশেতে লাঠি হয় রে মন,

সেই বাঁশে হয় মোহনবাঁশী।" হুজুর, হতভাগ্য কর্ম্মফেরে শাপভ্রষ্ট হয়ে আমার ঘরে বাগদী-বংশে এসে পড়েছে। গান শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না তারাচরণকে। (হাসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) তা তারাচরণ হুজুরের কাজ করে নাই, জমি কেড়ে নিয়েছ, এইবার আমি ফিরে এসেছি, আবার লাঠি ধ'রে হুজুর-সরকারের কাজ করব, আমাকে জমি ফিরে দেবে। কাছারিতে সবারই সামনে আমি তোমার পায়ে ধ'রে চেয়ে নেব।

একটি তরুণী আবছা আলোর মধ্যে ছুটিয়া ধনদাপ্রসাদের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল

পদ্ম। বাবু, বড়বাবু! বিচার কর বড়বাবু, বিচার কর।

কালী। (চমকিয়া) কে? কে?

ধনদা। (কালীচরণকে) স'রে যা, তুই এখান থেকে স'রে যা—কালীবাড়ির বাইরে। আমি আসছি। তুই স'রে যা।

তরুণীটি কালীচরণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া বসিল

পদ্ম। দাদা!

ধনদা। (ধমক দিয়া বলিলেন) কালীচরণ!

কালী। প—দ্ম!

ধনদা। (অধিকতর রূঢ়তার সহিত বলিলেন) কেলে!

কালী। পদ্ম! পদ্ম! পদ্ম!

ধনদা। হ্যাঁ, পদ্ম। পদ্ম এখন ভৈরবী। তুই বাইরে যা কালীচরণ।

কালী। ভৈরবী! ও! বাগদিনীর গায়ে ভৈরবী-গোবর মাখিয়েছ? বোষ্টমী এখন বুঝি তোমার বাগান-বাড়িতে থাকে?

ধনদা। কালীচরণ, তুই বাইরে যা।

কালী। তোমার লজ্জা হচ্ছে হুজুর? তোমার লজ্জা হচ্ছে? (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সহসা হাসি থামাইয়া) ও, এইজন্যেই বুঝি তুমি বলছিলে লাট রতনপুরে গিয়ে থাকতে?

ধনদা। বল্ তোর পদ্ম, কি হয়েছে? আগে বল্, তারপর দাদার মুখের দিকে তাকাবি।

পদ্ম। কি হয়েছে? এই দেখ।

সে তাহার বাহুমূলের কাপড় তুলিল, সেখানে কয়েকটা চাবুকের আঘাতের চিহ্ন

ধনদা। আঃ! কে—কে মেরেছে এমন করে? কে?

পদ্ম। বলব? বল, বিচার করবে?

ধনদা। বল্, বল্, আগে বল্।

পদ্ম। বড় খোকাবাবু।

ধনদা। বড় খোকাবাবু? প্রমদা?

পদ্ম। হ্যাঁ।

ধনদা। কিন্তু কেন?

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল

ধনদা। পদ্ম!

কালী। ছেড়ে দাও বাবু, ও কথা ছেড়ে দাও।

ধনদা। পদ্ম!

পদ্ম। আমি পান সাজছিলাম তোমার জন্যে। খোকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে, বারান্দায় উঠে আমাকে পান চাইলে। আমি বললাম, এ তোমার বাবার পান, তোমাকে সেজে দিচ্ছি আলাদা ক'রে। সে বললে—আমি ওই পানই নোব। আমি দিই নাই, তাই বসিয়ে দিলে চাবুক—চাবুকের ওপর চাবুক। বড়বাবু, আমি বাগদীর মেয়ে, চাবুকটা আমি কেড়ে নিতে পারতাম। তা ছাড়া, যে কথা

সে আমাকে বলেছে, তা তোমার কাছে বলতে আমারও লজ্জা হয়। কিন্তু সে তোমার ছেলে ব'লে—

কালী হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল

ধনদা। তারা, তারা মা!

ধনদা থামে ঝুলানো খাঁড়াখানা টানিয়া লইল

কালী। (হাসি থামাইয়া) বড়বাবু!

ধনদা। পথ ছাড় কেলে। এতবড় পাপ—

কালী। পাপ তার নয় বড়বাবু, পাপ তোমার।

ধনদা। প্রমদাকে কেটে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি, পথ ছাড়।

কালী। খাঁড়াখানা ছাড় আগে।

ধনদা। কেলে!

কালী। (খাঁড়াখানা কাড়িয়া লইয়া আসিল) এক আখড়ায় খেলেছি বড়বাবু, আমার চেয়ে তোমার কম জোর ছিল না। কিন্তু ব'সে ব'সে খেয়ে তোমার ভুঁড়ি বেড়েছে, সে ক্ষমতা তোমার আর নাই। আর—আর—বড়বাবু, মহাপাপ—তুমি মহাপাপ করেছ।

ধনদা! তুই যা জানিস না কেলে, তা নিয়ে কথা বলিস নি। পদ্মকে আমি তন্ত্রমতে

কালী। থাম বড়বাবু। খাঁড়াখানার শানের পালিশ চকমক করছে। মুখ দেখা যায়। একবার দেখ দেখি নিজের মুখ এই আলোর কাছে ধরেছি, দেখ, দেখ।

ধনদা। কি বলছিস তুই?

কালী। তাকিয়ে দেখ বড়বাবু, তাকিয়ে দেখ। মুখে আমি বলছি না; বলতে পারছি না।

ধনদা। না। মুখেই বল্ তুই কি বলছিস। কি হয়েছে আমার মুখে? বল্।

কালী। শুনবে তুমি? শুনতে পারবে?

ধনদা। প্রমদা জ্ঞানদার ছোট গুণদাকে মনে আছে তোর? ষোল বছরের গুণদা আর গিন্নী একদিনে কলেরায় ম'রে গিয়েছিলেন। তখন আমি মফস্বলে। খবর শুনলাম তখন আমি কাছারি করছি। কাছারির কাজ শেষ ক'রে ঘোড়ায় বাড়ি ফিরেছিলাম। লোকে বলেছিল, আমি পাথর। সেই পাথরের মুখে কি দাগ পড়েছে—বল্ শুনি? মুখে আমার কি হয়েছে বল্?

কালী। তবে এস, মা কালীর নাটমন্দির থেকে নেমে এস। তা ছাড়া, (পথের দিকে চাহিয়া) না—পদ্মর সামনে—না। এস, নেমে এস। এই নাও, খাঁড়াখানা আমি ফেলে দিচ্ছি।

ধনদা। (হা-হা করিয়া হাসিয়া) থাক থাক, খাঁড়া তোর হাতেই থাক। চল্, কি বলছিস তুই শুনি।

কালী। এস।

কালীচরণ ও ধনদা নাটমন্দিরের বাহিরে প্রস্থান করিল

পদ্ম সন্তর্পিত পদক্ষেপে শেষ থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল

নেপথ্যে ধনদা। (চিৎকার করিয়া উঠিল) কালীচরণ, কালীচরণ!

নেপথ্যে কালী। (উচ্চহাস্য করিয়া বলিল) তাই তো বলছিলাম, মিলিয়ে দেখ, মিলিয়ে দেখ।

নেপথ্যে ধনদা। চুপ চুপ।

নেপথ্যে কালী। বাগদীর ছেলের এমনই ফরসা রঙ বড়বাবু, বাগদীর মেয়ের ওই রূপ—

পদ্ম। (আতঙ্কিতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল) দাদা!

কাঁপিতে কাঁপিতে পদ্ম বসিয়া পড়িল

ধনদা প্রবেশ করিলেন

ধনদা। চুপ, চুপ।

কালীর প্রবেশ

কালী। পদ্ম! পদ্ম!

পদ্ম। দাদা! ওই খাঁড়াটা আমার গলায় বসিয়ে দাও দাদা।

কালী। (খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া, পদ্মর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিয়া) না। পদ্ম, তুই আমার সোনার পদ্ম রে। আয়, আয়, বাড়ি আয়। আমরা নীচু জাত, আমাদের জন্ম পাপ, কর্ম্ম পাপ, পাপের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে আমাদের ঘাড় শক্ত হয়েই আছে। এ বোঝাও তুই খুব বইতে পারবি। আয়, বাড়ি আয়।

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড়বাবু!

ধনদা। আমার খাসজোতের উৎকৃষ্ট আউয়ল জমি, পঞ্চাশ বিঘে—না, একশো বিঘে তোকে দান করলাম।

কালী। দান করলে হুজুর? (হাসিল)

ধনদা। হ্যাঁ। আয় আয়, আমার সঙ্গে, অন্দরে আমার সঙ্গে তোর খাবার ব্যবস্থা করেছি—

কালী। ব্যান্নেনে নুন আছে হুজুর। মাপ কর হুজুর, তোমার নুন খেতে আর পারব না। তোমার জমিও তুমি দেবতা-ব্রাহ্মণকে দিও হুজুর, ও জমির তাতে আমি—আমার বংশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

উভয়ের প্রস্থান

ধনদা। কালীচরণ, কালীচরণ!

অনুসরণ করিতে গিয়া—নাটমন্দিরের সর্ব্বশেষ থাম ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ

তারাচরণ, রাজা মিয়া, জমিদারের গোমস্তা।

রাজা। যাও যাও, বেশি কথা বুলিয়ো না গমস্তা ঠাকুর। ইয়ার আর বুলবা কি ? কি বুলব, তারা-ভাই বারণ করছে। লইলে দেখাইতাম একবার। মেলা তুমাদের লণ্ডভণ্ড করা্যা দিতাম।

গোমস্তা। মিয়া সাহেব, কথা আমি তোমাকে বলি নাই। বলছি আমি তারাচরণকে। তারাচরণ, তুমি দুঃখ ক'রো না। ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু—

রাজা। রাখ ঠাকুর, তোমার বেরাম্মন! বামুন হইছে তো হইছে কি ? কবি গাইতে আসছে, পয়সা লিবে যার সাথে পাল্লা দিতে বুলবে তারই সাথে পাল্লা দিবে। কেনে ? আণ্টুনী ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রার মতন কবিয়াল কে আছে শুনি ? তারাচরণ বাগদী হলিও কবিয়াল। কেনে, তার সাথে পাল্লা দিবে না কেনে ?

গোমস্তা। তারাচরণ, এই মিয়া সাহেবই কি তোমার কথা বলবে বাবা ?

রাজা। হ্যাঁ, বুলবে।

তারা। রাজা-ভাই, তোমাকে জোড়হাত করছি আমি।

রাজা। তুমার অপমান করলে তারা-ভাই, আর তুমি বুলছ চুপ করতে ?

তারা। ব্রাহ্মণ, আমাদের মাথার মণি রাজা-ভাই।

গোমস্তা। এই। ও অপমান তোমার আশীর্ব্বাদ।

তারা। (হাসিয়া) কাঁটা—সোনার কাঁটা হ'লেও অঙ্গে বিঁধলে ব্যথা করে গোমস্তা মশায়। যাক ও কথা, আমি কিছু মনে করি নাই। আমি বাড়ী যাচ্ছি প্রভু, আমি চ'লে যাচ্ছি।

গোমস্তা। শোন। ধর। (হাত বাড়াইল)

তারা। কি?

গোমস্তা। টাকা। দুটি টাকা বাবু তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

তারা। বামুনের জুতোর দক্ষিণে লাগে না প্রভু।

গোমস্তা। তা হ'লে আমার দোষ নাই কিন্তু। আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি।

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রস্থান

রাজা। আমি তুমাকে বুলছি তারা-ভাই, বামুন তুমার গান শুন্যা হারবার ভয়ে ওই প্যাঁচটি মারলে। বাগদীর ছেল্যের সাথে—বামুন আমি—পাল্লা দিব না আমি।

তারা। আর কবি গাইব না রাজন, আর কবি গাইব না।

রাজা। হাজার বার গাইবা, লাখো বার গাইবা।

তারা। না, বাবা আমার সেদিন বলেছিল, ঠিক বলেছিল। বলেছিল কি জান? বলেছিল, বাগদীর ছেলে, লাঠিয়ালি ছেড়ে কবিয়াল হ'লে তুমি, কপালে তোমার দুঃখু আছে। পিতৃবাক্য ফ'লে গেল।

রাজা। রাগে দুঃখে চোখে আমার জল আসছে তারা-ভাই।

তারা। এই মরেছ রাজন! কাঁদবে কি দুঃখে? রাগই বা কিসের? ছেড়ে দাও ও কথা। চামড়ার মুখ ফসকে কত রকম বেরিয়ে যায়; ঢোলের বাড়ি বাঁধা বোল, তাই কত তাল কাটে। যাও যাও, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছিলে, চ'লে যাও। তোমার রানী-বিবি যুবরাজ-মিয়াকে কোলে ক'রে এতক্ষণ ঘর-বার ক'রে সারা হ'ল।

রাজা। এই দেখ—আমাকে কি বুলছ আবার? কি বিবি?

তারা। রানী-বিবি। যুবরাজ-মিয়া। তুমি যখন রাজা-মিয়া, তোমার বিবি তখন বিবি-রানী—মানে বেগম।

রাজা। আলবত।

তারা। ছেলে তখন যুবরাজ-মিয়া, মানে শাজাদা।

রাজা। বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

তারা। শোন শোন—

রাজার ঘরের ঘরণী মহামান্যা বিবি-রানী,
তিনি খান বড় বড় ফেনী
সর্ব্বলোকে বলে।

বিবির জন্যে মেলা থেকে বড় বড় ফেনী কিনে নিও, বুঝলে?

রাজা। তাই তো ভাই তারা, তুমার সাথে তো পয়সা-কড়ি—

তারা। আচ্ছা বদরসিক তুমি। শোন, তারপর শোন—

রাজার বেটা যুবরাজা, তেজার বেটা মহাতেজা,
খায় সে খাস্তা খাজা গজা—
বিদিত ভূমণ্ডলে।

রাজা। শুন তারা-ভাই। আগে আমার কথা শুন।

তারা। বল।

রাজা। তুমার কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নাই?

তারা। শোন। এইটে বলে—খাব খাব, এইটে বলে—কোথা পাব—

রাজা। থাম তারা-ভাই, তুমি থাম। তুমার ভাবনা হয় না তারা-ভাই?

তারা। তুমি হাসালে রাজন। ঘরে দেখে এসেছি, চাল বাড়ন্ত, মায়ের রূপোর খাড়ুটা পর্যন্ত মা লুকিয়ে বেচেছে। এতকাল পরে বাবা ঘরে ফিরল, আমি উপযুক্ত ছেলে, তাকে নিশ্চিন্তি করতে পারলাম না। বাবা গেছে বীজনগর সিংহীবাবুদের বাড়ি—তাদের নাকি

পাইক-সর্দ্দারের দরকার আছে। বড় আশা ক'রে আমি মেলায় গাওনা করতে এসেছিলাম! গাওনার পাল্লায় চাটুজ্জে-কবিকে হারিয়ে দোব, আমার নামডাক হবে; তা—চাটুজ্জে মশায় বাগদী ব'লে কবিই গাইলে না আমার সঙ্গে। আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বর্গে যায় না রাজন।

রাজা। শুন। ধর। আমি বুলছি ধর।

তারাচরণের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিল

তারা। এ কি? এ যে টাকা।

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার কাছে দুটি ছিল, তুমি একটি লাও, আমি একটি নিয়া চললাম।

তারা। না রাজন।

রাজা। আরে বাবা—দেখ তারা-ভাই ই গাঁয়ের বেটীরা সব ভাঁজো পরব লাগাইছে হে। দেখ—কেমন নাচছে দেখ।

তারাচরণ পিছন ফিরিয়া চাহিতেই রাজা চলিয়া গেল

তারা। (ঘুরিয়া) রাজা-ভাই, রাজন! দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভাঁজোর ডালা মাথায় পল্লীর নিম্ন শূদ্রশ্রেণীর মেয়েদের প্রবেশ। তাহারা দুই দলে বিভক্ত

সকলে একসঙ্গে। ভাঁজো আমার—সোনার ভাঁজো—
ও আমার সুন্দরী গো!
আদুরী লো—এলি ভাদরে—ইঁদ রাজার অপ্সরী গো!

তারাচরণের পুনঃপ্রবেশ

১ম দলের জয়া। আমার ভাঁজোর গলায় দিব পদ্মশালুক মালা—
লায়ে থেকে আনব সিঁদুর ভাঁজো করবে আলা—
চাঁদ-কপালে সিঁদুরফোঁটা—মরি মরি হায়, মরি গো!

২য় দলনেত্রী। তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দোব সই,
গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কিমালা বই।
সই—সই—সই পাতালে—নীলপরী লালপরী গো!

১ম দলের জয়া। মুড়কিমালা তোরই থাকুক, গুড়-মাখানো খই,
আমি বরং কিনে দোব এক পয়সার দই।
নীলপরী কালিন্দী—লাজে, মরি গলায় দড়ি লো।

২য় দলের মেয়ে। হ্যাঁলা জয়া দাসী, বলি গোরো রং কারুর হয় না নাকি?

১ম দলের জয়া। হয় বই, কি। তবে হ'লেই এমনই দেমাক হয়। "মিনি হলুদে গোরো গা, গরব কেন হবে না?

২য় দলের নেত্রী। চল্ লো, চল্, আমরা ভিন ঘাটে ঘট ভ'রে আনি। কে জানে ভাই, কালো হাতের ছোঁয়া জলের ছিটে লাগে যদি সুন্দরীর গায়ে!

জয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

তারা। (দ্বিতীয়ার প্রতি) তুমি জবাব দিতে পারলে না ভাই?

জয়ার দলের মেয়ে। ও মাগো! এ আবার কে লো?

জয়া। 'বন থেকে বেরুল টিয়ে, লাল গামছা মাথায় দিয়ে।'

তারা। (দ্বিতীয়াকে) বল তো আমি জবাব দিয়ে দিই।

জয়া। (গান ধরিল)
নীলপরীর বরাত ভাল, পথে জুটল সয়া—
সইয়ের বদলে সয়া—সবই ভাঁজোর দয়া।
দয়াময়ী ভাঁজো লো, তোর চরণেতে গড় করি গো!

দলসহ প্রস্থান

তারাচরণ গাহিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়াও গাহিল

নীলপরীর সই জুটেছে, তাই জুটেছে সয়া
আমার ভাঁজোর চেয়ে লো সই, তোমার ভাঁজোই পয়া।
তোমার গলায় ফুলের মালা—আমার গলায় দড়ি গো!

দ্বিতীয় দলের মেয়েরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, জয়া ঘুরিয়া আসিয়া তারাচরণের সম্মুখে দাঁড়াইল

জয়া। জানিস, আমি বাগদীর মেয়ে?

তারা। নাকি? তা জানতাম না, এই জানলাম।

জয়া। না, এখনও জানতে কিছু বাকি আছে, এই নে, জেনে নে।

সজোরে চড় কষাইয়া দিতে গেল, কিন্তু তারাচরণ খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। জয়া তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত চালাইল, তারাচরণ সে হাতও ধরিয়া ফেলিল

তারা। (হাসিয়া) ওরে বাপ রে, তুমি বাগদিনী নও, বাঘিনী। দু'হাতে সমান থারা চালাচ্ছ! তবে কি জান, আমিও বাগদীর ছেলে।

জয়া। হাত ছেড়ে দাও। হাত ছাড়।

তারা। উঁহু।

জয়া। ছাড় বলছি।

তারা। হাত ছাড়লেই তো তুমি ফস্ ক'রে আবার চড়িয়ে দেবে?

জয়া। না। ছাড় তুমি।

তারা হাত ছাড়িয়া দিল। জয়া দ্রুতপদে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল

জয়া। পালিও না তুমি।

তারা। মানে?

জয়া। বাবাকে দাদাকে ডেকে আনি আমি।

তারা। ওঃ, তুমি খুব রসিক লোক তো! আমাকে মার দেবার জন্যে তুমি লোক ডেকে আনবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব? তার চেয়ে তুমিই তো বলতে পার—তুমি পিঠ পাত, আমি মারব।

জয়া। ভয়ে পালাবে তুমি, কি রকম বাগদীর ছেলে?

তারা। বুদ্ধিমান বাগদীর ছেলে। তুমি দশজনকে ডেকে আনবে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব, বাগদীর ছেলে হ'লেও সে রকম বেকুব নই আমি।

জয়া। আচ্ছা, পালিয়েই বা কতদূর যাবে তুমি, আমি দেখি। এইখান থেকেই ডাকছি। দাদা! দাদা! বাবা!

নেপথ্য-মুখে দাঁড়াইল

কালো মেয়ে। তুমি পালাও। জয়ার বাবা ভয়ানক রাগী, ভয়ঙ্কর লেঠেল। ওর চার দাদা, তারাও ভয়ানক লোক। পালাও তুমি।

তারা। উঁহু। গোরো মেয়ে জাত তুলে কথা ব'লে গেল। বললে—ভয়ে পালাবে, কি রকম বাগদীর ছেলে তুমি? এর পর পালিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে? কীর্ত্তিহাটের কালী বাগদীর ছেলে আমি, বাবার নাম ডোবাতে পারব না।

কালো মেয়ে। কীর্ত্তিহাটের কালীচরণ ভল্লা মহাশয়ের ছেলে তুমি?

তারা। হ্যাঁ।

কালো মেয়ে। তুমি কবিয়াল তারাচরণ?

জয়া ফিরিল

জয়া। তুমি কবিয়াল তারাচরণ?

তারা। হ্যাঁ গো। কবিয়ালও বটে, লাঠিয়ালও বটে। ওই যে, বাবা তোমার এসে পড়েছে দেখছি।

লাঠি বেশ করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল

জয়ার বাপের প্রবেশ

জয়ার বাপ। কি রে জয়া? চেঁচাচ্ছিলি কেনে রে?

জয়া। বাবা, কবিয়াল তারাচরণ। তুমি আফসোস করছিলে না, মেলায় বামুন কবিয়াল, বাগদীর ছেলে ব'লে তারাচরণের সঙ্গে পাল্লা দেয় নাই। তুমি খোঁজ করছিলে তারাচরণের, এই দেখ তারাচরণ কবিয়াল।

জয়ার বাপ। তুমি তারাচরণ? কীর্ত্তিহাটের কালীচরণের ছেলে? তোমার বাপ আর আমি এক ওস্তাদের সাকরেদ। আমার নাম ভীম ভল্লা।

তারা। আপনি ভীম ভল্লা?

প্রণাম করিল

ভীম। বেঁচে থাক। তোমার বাবা ফিরে এসেছে শুনলাম। কোম্পানির গোরার সঙ্গে নাকি বন্দুক চালিয়ে লড়াই করেছে?

তারা। আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁজরার পাশ দিয়ে একটা গুলিও চ'লে গিয়েছিল।

ভীম। যাব, একদিন দেখে আসব।

তারা। যাবেন। আপনার পায়ের ধূলো পড়বে, সে তো আমাদের ভাগ্যি।

ভীম। এমন ক'রে কথা আমরা বলতে পারি না বাবা। তুমি ভল্লার ছেলে হয়ে কবিয়াল হয়েছ, কত বড় কথা! কাল রাত্রে মেলায় যখন বামুন বললে—বাগদীর ছেলের সঙ্গে কবি গাইব না, আসর ভেঙে গেল। কত খোঁজ করলাম তোমার। কিন্তু পেলাম না। এস, আমার বাড়ি এস। আজ থেকে যেতে হবে। আমি নেমন্তন্ন করছি।

জয়া। আজ কিন্তু আমাদের ভাঁজো। সমস্ত রাত গানে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। মেটে ঘর, চারিদিকে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট। বাহিরে পাঁচিল নাই। পাঁচিলের জায়গায় বেড়া। বেড়ার বাহিরে গ্রাম-পথের সম্মুখে একটি দাওয়া। চারিদিকে গাছ। ছায়া অপেক্ষাও অন্ধকারের আভাস দেয় বেশি। বর্ব্বর অপচ সমাজের ভয়ে ভয়ার্ত্ত মানবাত্মার পশুর মত আত্মগোপন প্রয়াসের প্রতিচ্ছায়া এই রূপের মধ্যে প্রতিফলিত

দাওয়ার উপর পদ্ম বসিয়া আছে। স্থির দৃষ্টি, মাটীর মূর্ত্তির মত সে বসিয়া আছে। কালীচরণের স্ত্রী টগর—বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ—একটা ঝুড়ি কাখে লইয়া প্রবেশ করিল। ঝুড়িতে কতকগুলি ভাঙা শুকনা ডাল

টগর। (পদ্মকে দেখিয়া দাওয়ার উপর ঝুড়িটা নামাইল। তারপর কাছে আসিয়া সস্নেহে ডাকিল) পদ্ম !

পদ্ম উত্তর দিল না, ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া টগরের দিকে চাহিল।

টগর। এমন ক'রে থাকিস না পদ্ম, তুই পাগল হয়ে যাবি।

পদ্ম আবার ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে চাহিল।

টগর। আমি তখুনি যদি বুঝতে পারতাম পদ্ম! বড়বাবু ঘোড়ায় চেপে আসত, খোঁজ-খবর করত, তুই ঝিউড়ি মেয়ে কথা বলতিস, আমি এত বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারলে তোর এ দশা হ'ত না। তোকে বারণ করতাম, কথা না শুনতিস, তোর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম। যেদিন রাত্রে উঠে তুই চ'লে গেলি, সেদিন—

পদ্ম। আজ আমাকে মেরে ফেলতে পার ভাজ-বউ ?

টগর। (পদ্মর মাথায় হাত বুলাইয়া আপন মনেই বলিল) আমাদের ঘরের মেয়ে কতজনা বড়লোককে বেচে দেয়। ইজ্জতের জন্যে

নয়। ওদের যে জানি আমি। বয়েস যে আমার অনেক হ'ল, অনেক দেখলাম। (হঠাৎ আক্রোশভরে) একে বড়লোক—তায় বামুন! ওদের রকমই এই। একটা দুধের মেয়েকে ভুলিয়ে হঠাৎ আজ ধর্ম্মিষ্ঠি হয়ে উঠেছে। শুনছি নাকি ফল-জল ছাড়া কিছু খায় না। চারিদিকে আগুন জ্বেলে ব'সে থাকে। কি বলব? কিন্তু তুই তাকে এত ভালবেসেছিলি পদ্ম!

পদ্ম। ভালবাসা? না ভাজ-বউ, না।

টগর। তবে? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না পদ্ম!

পদ্ম। তুমি জান না ভাজ-বউ, তুমি জান না।

টগর। আমি একবার যাব পদ্ম বড়বাবুর কাছে? বলব, বড়বাবু, এই তোমার বিচার?

পদ্ম। (শিহরিয়া আতঙ্কভরে বলিল) না না না।

টগর। কেন পদ্ম? বল্ পদ্ম. কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।

পদ্ম। না না, সে কথা তুমি আমাকে শুধিয়ো না। না, শুধিয়ো না।

টগর। তুই আমার মেয়ের বয়সী। বিয়ের পর পনেরো বছরে শ্বশুর-ঘর করতে এলাম। শাশুড়ী তোকে আমার কোলে দিয়ে বললে, তুমি ওকে মানুষ কর। তোর পরে—এক বছর পরে, আমার কোলে এল আমার তারাচরণ। তোর দুঃখ আমি সইতে পারি না। (আঁচলে চোখ মুছিল) তুই খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছিস, অষ্টপহর ভাম হয়ে ব'সে আছিস—

পদ্ম। আমি যদি আজ ম'রে যাই ভাজ-বউ, তুমি খুব কাঁদবে, নয়?

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। না না ভাজ-বউ, আমি মরব না। যে পাপ করেছি, তার ওপর আত্মহত্যে ক'রে আর পাপ বাড়াব না। কিন্তু জান

ভাজ-বউ, এখন আমার সবচেয়ে জ্বালা কি জান? ওই বড় খোকাবাবু। ও আর আমাকে কিছুতেই শান্তি দেবে না। পাপ-পুণ্যি, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ওর কোন জ্ঞান নাই, কিছু মানে না।

টগর। ছি ছি ছি! কি বলব, মুনিবের বংশ, মুনিব, নইলে—

পদ্ম। নইলে, আমিই একদিন এক কোপে ওকে দুখানা ক'রে শেষ ক'রে দিতাম ভাজ-বউ। ওকে যখন হাসতে দেখি ভাজ-বউ, জীবন আমার ছি ছি ক'রে ওঠে।

টগর। তুই ভাবিস না পদ্ম। আমি ওকে বারণ ক'রে দোব। সোজা কথায় শাসিয়ে দোব।

পদ্ম। ওই দেখ ভাজ-বউ, ওই দেখ।

টগর। যা তুই, ভেতরে যা।

পদ্মর ভিতরে প্রস্থান

বড় খোকাবাবু নাকি?

প্রমদাচরণের প্রবেশ। ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের অভিজাত বংশীয় যুবকের অনুরূপ সুপুরুষ। মুখে মদ্যপানজনিত রক্তিমাভা। চোখের কোণে অত্যাচারসঞ্জাত কালির দাগ পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে ঠোঁট দুইটা টানিয়া বিকৃত করে—যেমন অতিমাত্রায় মদ্যপেরা করিয়া থাকে। এ যেন তাহার নিপীড়িত আত্মার যন্ত্রণার আক্ষেপ এবং পশুত্বের হিংস্র আত্মপ্রকাশ। তাহার পরনে পায়জামা প্রভৃতি মুসলমানী ঢঙের শিকারীর পোষাক।

প্রমদা। কে, সর্দ্দার-বউ?

টগর। পেনাম।

প্রমদা। কেমন আছিস সর্দ্দার-বউ?

টগর। তোমরা জ্বালালে আমরা কি ভাল থাকতে পারি খোকাবাবু?

প্রমদা। কেন? হ'ল কি?

টগর। তোমরা দেবতা নোক, আমাদের মনের কথা তোমরা জানতে পার না—তাই হয়?

প্রমদা। পূজো না পেলে দেবতারা মনের দুঃখু বোঝে না সর্দ্দার বউ। মনসার ভাসান শুনেছিস? পূজো না করায় চাঁদসদাগরের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল জানিস তো?

টগর। চাঁদও বেণে বড়নোক, জাতেও গন্ধবণিক। কিন্তু বাগদী-জাত বড় খারাপ বড়-খোকাবাবু। বাগদীতে বাগদীতে বিশেষ আছে—আমরা আবার ভল্লা বাগদী। আমাদের জেদ চাপলে আমরা কারুর বাবার লই।

প্রমদা। (হাসিয়া উঠিল) সর্দ্দার-বউয়ের সাহস খুব। আমার সঙ্গে আর কেউ এমন ক'রে কথা বললে তাকে চাবুক ক'ষে দিতাম।

টগর। কুকুর-বিড়েল গরু-গাধা চাবকিয়ে বড়-খোকাবাবুর চাবুকটি খুব দোরস্ত হয়েছে। বেশ তো, খাতিরে কাজ কি? পিঠ পেতেছি, চাবুক না হয় চালিয়েই দেখ, তোমার চাবুক শক্ত কি আমার পিঠ শক্ত?

প্রমদা। না না। ওটা তোকে আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম। তুই কালী-সর্দ্দারের স্ত্রী, তোকে কি আমি চাবুক মারতে পারি?—তোকে আমি বকসিস দোব।

টগর। বকসিসে আমার কাজ নাই খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও। সর্দ্দার গিয়েছে বীজনগর-বাবুদের বাড়ি কাজের সন্ধানে—তার ফিরবার সময় হ'ল।

প্রমদা। বীজনগর? কেন? আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে বীজনগর?

টগর। সে তাকে শুধিও তুমি। এখন তুমি যাও। শোন, তুমি আমার পুরনো মনিবের বংশ, তোমাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি—

প্রমদা। আঃ! থাম তুই। পদ্ম কই, পদ্ম?

টগর। খোকাবাবু, তোমাকে সাবধান ক'রে দি। বাগদিনী আর বঘিনীতে সমান। তোমার চাবুক সম্বল ক'রে তুমি এমন ক'রে এস না এদিকে।

প্রমদা। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) আমার কাছে পিস্তল আছে সর্দ্দার-বউ।

টগর। (হাসিয়া উঠিল) পিস্তলের ওপর ভরসা ক'রো না খোকাবাবু। পিস্তলের গুলি খেয়েও বাঘিনী তোমাকে শেষ ক'রে দেবে। জান তো, ঘা পেলে বাঘিনী সাক্ষাৎ মরণ?

প্রমদা। আচ্ছা, আমি হুঁশিয়ার হয়েই ফিরব। (পিস্তল বাহির করিল)

টগর। তাতেই বা কাজ কি খোকাবাবু? বাঘ-সাপ তো মানুষকে এড়িয়ে বনে জঙ্গলে গর্ত্তের ভেতর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। তোমাদিগে তো তারা এড়িয়েই চলতে চায়। তোমরা যদি জোর ক'রে তাদের আস্তানা মাড়াতে যাও, তাতে যদি তারা ক্ষেপে ওঠে, তবে দোষটা কার? ও পথে হেঁটো না খোকাবাবু।

প্রমদা। আচ্ছা, সে ভেবে দেখব। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ভাল কথা মনে হয়েছে সর্দ্দার-বউ, কাল সদরে গিয়েছিলাম, জেলার বড়-সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাহেব কালীচরণের কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

টগর। সর্দ্দারও ভাবছিল বড় খোকাবাবু, জেলখানায় সর্দ্দারের ভাতের হাঁড়িটা ফেলে দিলে, না, আছে? ফেলে দিয়ে থাকলে আবার কিনতে হবে। তুমি বরং সুপারিশ ক'রে দিও, হাঁড়িটা যেন না ফেলে।

প্রমদা। সর্দ্দার-বউ, তোদের আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়েছে।

টগর। হেই মাগো! আস্পর্দ্ধা আমাদের হয়, না হতে পারে?

প্রমদা। আমার এলাকায় চোর-বদমাস-ডাকাত দাঙ্গাবাজ এদের আমি নিম্মূর্ল করব।

টগর। মূল তো তোমরাই গো। ডাকাতি-দাঙ্গাবাজি, এসব তো তোমাদের নেগেই—

প্রমদা (ধমক দিল) সর্দ্দার-বউ!

টগর। (হাসিতে লাগিল) টান পড়তেই এত বেদনা খোকাবাবু, নির্ম্মূল করবে কি ক'রে?

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, হাতে একখানা দা।

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। দাখানায় শান দোব ভাজ-বউ, দাখানায় শান দোব।

টগর। যাও খোকাবাবু, তুমি এখান থেকে যাও।

প্রমদা পিস্তল হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমাকে একটু ধর ভাজ-বউ, একটু ধর।

টগর। বোস্, এইখানে বোস্। আমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাক বরং।

পদ্ম কোলে মাথা রাখিয়া শুইল।

তুই কাঁদছিস পদ্ম? বল্ পদ্ম, বল্, কি হয়েছে? আমাকে বলবি না?

পদ্ম। না না না।

টগর। পদ্ম!

পদ্ম। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে ভাজ-বউ, মনে হচ্ছে, গাঙের তলায়, না হয় জ্বলন্ত আঙারের ওপর অহরহ শুয়ে থাকি আমি।

কালীচরণের প্রবেশ

কালী। টগর-বউ! এ কি, পদ্ম! আমার সোনার পদ্ম শুয়ে কেন দিদি?

পদ্ম উঠিয়া বসিল, এবার সে সত্যই একটু মিষ্ট হাসি হাসিল

পদ্ম। ভাজ-বউয়ের কোলে একবার শুয়েছিলাম দাদা।

টগর-বউ চলিয়া গেল

কালী। ছেলেবেলায় তারাচরণ আর তুই টগর-বউয়ের কোলের জন্যে যে ঝগড়া করতিস দু'জনে!

টগর জলের ঘটি লইয়া আসিল

টগর। নাও, হাত মুখ ধোও।

কালী। ও বাবা! ভদ্দরলোকের মত হাত-মুখ ধোবার জল! এ যে সেই অতিভক্তি—

টগর। তা ব'লে আমি চোর নই।

কালী। চোর ন'স? শোন্ পদ্ম, তবে বলি শোন্। বিয়ের পর এসেই— বারো বছরের বউ বোশেখ মাসের দুপুরবেলা চ'লে গিয়েছে বাবুদের খাস বাগানে কাঁচামিঠে গাছের আম পাড়তে। আমি যাচ্ছি পথ দিয়ে, দেখি গাছের ডাল নড়ছে। মারলাম হাঁক, কে রে? জবাব এল—আমি যে হই রে মুখপোড়া। তুই কে রে?

টগর। তুমি ধরতে পেরেছিলে আমাকে?

কালী। না, তা পারি নাই। বুঝলি পদ্ম, আমি যেই হাঁক মেরেছি —আমি কালী ভল্লা; বাস, অমনই গাছের ওপর থেকে মেরে দিলে লাফ। আমি ভাবলাম, ম'ল রে! ও বাবা! আমি আহা

ব'লে যেতে যেতে তখন টগর-বউ দাঁড়িয়ে উঠেই পোঁ-পোঁ ছুট। ও! তখন কি বাহারই ছিল টগর-বউয়ের!

টগর। থাম বাপু, পদ্ম আমার মেয়ের সমান।

কালী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পদ্ম তোর মেয়ের সমান। পদ্ম আমার সোনার পদ্ম। (সহসা আক্রোশভরে) আমার এক এক সময় মনে হয় কি জানিস?

সহসা সে থামিয়া গেল, রুদ্ধ আক্রোশ ও আক্ষেপে একপাক ঘুরিয়া বেড়াইল

পদ্ম। ব'সো দাদা। তারপর তোমার কাজের কি হ'ল? বীজনগরের বাবুরা কি বললে?

কালী। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে পদ্ম, আমাকে—কালীচরণ ভল্লাকে জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে?

পদ্মা। জুতো ঘুরিয়ে দিতে বললে!

কালী। বীজনগরের বাবু আমাদের বড়-খোকাবাবুর মত। সাহেবী-কেতাদোরস্ত। গদি-মোড়া কেদারা, মেঝেতে গালচে বিছানো। মদ খেয়ে টোর্। সেলাম ক'রে দাঁড়ালাম তো বললে—প্রজা শাসন করতে পারবে? বললাম প্রজা তো হুজুরের ছেলে, তা শাসনের দরকার হ'লে ধমক দোব। বললে, ধমক নয়, দরকার হ'লে ঘরে আগুন দিতে হবে। জোতের ফসল গরু লাগিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। যেমন হুকুম করব করতে হবে। বললাম, হুজুর, ওসব একদিন করেছি, তার সাজাও ভগবান দিয়েছেন। ওসব অন্যলোক দিয়ে করাবেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, আমাকে অন্য কাজ দেন। বাবু হেসে বললে—তবে আর কি কাজ করবে তুমি? আমি বললাম—হুজুরের বাড়ি পাহারা দোব,

আমার জান্ থাকতে হুজুরের ঘরে ডাকাত, দুশমন ঢুকতে দোব না। হুজুর, বড়লোক, হুজুরের তো দুশমনের অভাব নাই; হুজুরের পাশে পাশে থাকব আমি, আমার জান্ না গেলে হুজুরের পায়ে কাঁটা ফুটবে না। বাবু হেসে আমাকে একটা পিস্তল দেখালে। আমি হেসে পাঁজরার গুলির দাগ দেখিয়ে বললাম—হুজুর, ওটা তো আপনার খোকা-বন্দুক, এই দেখুন আপনার মরদ বন্দুকের গুলির দাগ। বাবু বললে—ভেবে দেখি, তুমি আজ থাক। আমি সেলাম ক'রে চ'লে আসছি, তখন আবার ডেকে বললে—ওহে, ওইখানে আমার চটি-জোড়াটা আছে, দাও তো।

টগর। তুমি কি বললে?

কালী। লাঠির ডগা দিয়ে জুতো-জোড়াটি ঠেলে দিয়ে আবার একবার সেলাম ক'রে চ'লে এলাম।

টগর। বেশ করেছ। তোমার বাবা ছিল—

কালী। টগর-বউ, বাবা চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভুলে যা ওসব কথা।

পদ্ম মাথা নত করিল, কালী পদচারণা করিতে করিতে পদ্মর মুখ তুলিয়া ধরিল

পদ্ম! কাঁদছিস দিদি! না না, ভুলে যা ওসব কথা। ভুলে যা। শোন্ শোন্! আমি মনে মনে কি ঠিক করেছি শোন্। আর চাকরি নয়, গোলামি আর কারু করব না। চাষ করব—চাষ। নদীর ধারে বড় চর উঠেছে। সেইখানে চাষ করব। তারা-চরণকেও আর কবিয়ালি করতে হবে না, বাপ-বেটায় চাষ করব, নিজেরা কোদাল ধ'রে জমি ভাঙব। বাপ-বেটায় কোদাল ধরলে—দুজনে আটজনের কাজ তো করবই! সঙ্গে টগর তুই দুজনে

খাটবি। ক্ষেত করব, খামার করব, হাল করব, গরু করব। নদীর ধারের চন্দনের মত মোলাম মাটি চ'ষে খুঁড়ে ফসল লাগাব, মা-লক্ষ্মী এসে মাটির বুক পুরে এসে বসবেন—

নেপথ্যে তারাচরণ·

তারা। মা!

পদ্ম। তারাচরণ!

তারাচরণ ও জয়ার প্রবেশ

তারা। তোমাদের দাসী নিয়ে এলাম পদ্ম-পিসী।

টগর। দাসী নিয়ে এলি?

পদ্ম। (উঠিয়া) তুই বিয়ে ক'রে এলি তারাচরণ?

ভীমের প্রবেশ

ভীম। ভাল আছ কালী-ভাই? তোমার ছেলেকে পেলাম রাস্তায়। ধ'রে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

কালী। ভীম-ভাই! জয় গুরু, কি ভাগ্যি আমার! তুমি তারাকে ধ'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ! বেশ করেছ। আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি! ওরে বেটা তারা, কবিয়ালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে এলি তুই?

তারা। হয়ে গেল বাবা, ভাঁজোয় পাল্লা দিতে গিয়ে এমন হ'ল যে, শ্বশুর বললেন—আজ হয়ে যাক বিয়ে।

কালী। আর তুমি বেটাও রাজী হয়ে গেলে! হারামজাদা শুয়ারকি বাচ্চা, বাপ ব'লে মনেও পড়ল না! যা, এখন মাল নিয়ে আয়—মদ মদ!

ভীম। (জয়াকে) হারামজাদীর কাণ্ড দেখ! দাঁড়িয়ে আছিস কি হারামজাদী, শ্বশুর-শাশুড়ীকে পেনাম কর্।

জয়া কালীকে প্রণাম করিতে গেল

কালী। এ যে সোনার প্রতিমে ভীম! আমার ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি ভীম-ভাই! আগে আমাকে নয়, আগে আমাকে নয়। (পদ্মকে দেখাইয়া) আগে এই তোমার পিসশাশুড়ীকে, ওই আমার ঘরের কর্ত্তা আগে—

ভীম। পদ্ম! পদ্ম এখানে কেন কালী-ভাই ?

কালী ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কালী। কেন ভীম-ভাই ? বিধবা বোন আমার যাবে কোথায় ?

ভীম। তারাচরণ, তুমি তো আমাকে এ কথা বল নাই ?

তারা। আপনি তো কই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ভীম। জয়া, ফিরে আয়, বাড়ি চল্।

কালী। তোমার হাতে লাঠি আছে, আমি লাঠি ধরব নাকি ভীম-ভাই ? আমার ঘর থেকে তুমি আমার বেটার বউ কেড়ে নিয়ে যাবে ?

তারা। (জোরে হাঁকিয়া উঠিল) খবরদার!

টগর। ওগো বাছা নতুন বউ, স্বামীর ঘরে থাকবে তো দাওয়ায় উঠে এস। নইলে তোমার বাপ ডাকছে—

জয়া উপরে উঠিয়া গেল

টগর। ওরে মা লক্ষ্মী আমার!

ভীম। লাঠি আর ধরব না কালী-ভাই। জামাইকে যৌতুক দেবার জন্য লাঠিগাছটা এনেছিলাম। নাও ধর তারাচরণ।

কালী। ভীম-ভাই, তোমার হাতে ধ'রে বলছি—

ভীম। আমি চললাম, আমি চললাম কালী-ভাই। আমি চললাম।

প্রস্থান

পদ্ম। দাদা, দাদা, বেয়াইকে ফেরাও। আমি—

টগর। না।

কালী। শাঁক বাজা পদ্ম, জলধারা দে, বউ বরণ ক'রে ঘরে তোল্। পদ্ম, যে গেল সে যাক, যেতে দে। তোকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছি, তোর পয়ে ঘরে আমার বউ এল। ওরে, এখুনি বলছিলাম জমির কথা। এই দেখ্, তোর পয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে আমার ঘরে এসেছেন। চন্দনের মত মাটিতে উনো ফসল দুনো হবে, আমার সেই ফসল পাকবে সোনার বরণ হ'য়ে, রাশি রাশি ফসল তুই, টগর-বউ, বউমা ঝুড়িতে ক'রে মাথায় ক'রে ঘরে তুলবি—মরাইয়ে মরাইয়ে ভ'রে উঠবে খামার। লাঠি নয়, সড়কি নয়, দাঙ্গা নয়, হাঙ্গাম নয়, সুখে স্বচ্ছন্দে নতুন বস্ত্রে পুরনো অন্নে জীবন কেটে যাবে; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসেছে, আমার ভাবনা কি?

পদ্ম। বউ বরণ কর ভাজ-বউ।

কালী। স'রে যা, স'রে যা, ভেতরে যা সব। কে? কে? এত রাত্রে ও কে? আমার লাঠি?

টগর। কে? কে?

কালী। (ধমক দিয়া) স'রে যা। ভেতরে যা। পদ্ম, ভেতরে যা। তারা, ভেতরে যা। আমার লাঠি? (লাঠি লইল

সকলে ভিতরে চলিয়া গেল

ধনদা প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ

কালী। (অগ্রসর হইয়া) কে ?

ধনদা। আমি, কালীচরণ।

কালী। (সবিস্ময়ে) কে ? বড়বাবু ? (পরমুহূর্ত্তে কঠিন দৃষ্টিতে ধনদার মুখের দিকে চাহিল) কি চাই বড়বাবু ? এত রাত্রে ? (পরমুহূর্ত্তে সবিস্ময়ে আবার বলিল) এ কি পোশাক তোমার বড়বাবু ?

ধনদা। আমি তীর্থ করতে বেরিয়েছি। মহাপাপ—মহাপাপ করেছি কালীচরণ, প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়েছি।

কালী। বড়বাবু, তুমি সন্ন্যাসীর সাজে সেজেছ বড়বাবু ? তোমার ওপর আমার আর কোন মায়া নাই! তবু আমার দুঃখ হচ্ছে—

ধনদা। যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না কালী ?

কালী। না বড়বাবু।

ধনদা। যদি কোন দিন পারিস, ক্ষমা করিস।

কালী উত্তর দিল না

আমি যাই কালী।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল

কালী। বড়বাবু, তুমি একা ? চল, ছিপে তুলে দিয়ে আসি, চল।

ধনদা। (ফিরিয়া) ছিপ নাই কালী।

হাসিল

কালী। ছিপ নাই ?

ধনদা। লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। একা পায়ে হেঁটে সমস্ত তীর্থ ঘুরব আমি।

অগ্রসর হইল

ধনদা। (ফিরিয়া) হ্যাঁ, শোন। এইটে, এই ছোরাটা—এই ছোরাটা নে, পদ্মকে দিস।

কালী। বড়বাবু?

ধনদা। আমি খবর পেয়েছি, প্রমদা আজও এদিকে এসেছিল। দিস, পদ্মকে এটা দিস।

কালীচরণ ছোরাটা ঘুরাইয়া দেখিল

ধনদা। না না, ভোঁতা নয়! বাঘ শিকারের ছোরা আমার। এই দেখ।

ছোরাটা কালীর হাত হইতে লইয়া নিকটস্থ গাছে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল
কালীচরণ টানিয়া ছোরাটা বাহির করিয়া লইল

কালী। ছোরার ধার আমি চিনি বড়বাবু, ছোরার ধার আমি চিনি। আমি দেখছিলাম, বাঁটটা কি সোনার?

ধনদা। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে।

কালী দাঁত দিয়া বাঁটের পাত টানিয়া ছাড়াইয়া ধনদাকে দিল

কালী। এটা তুমি নিয়ে যাও। ছোরাটা আমি পদ্মকে দোব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রায়-বাড়ির সদর-মহল

ধনদাপ্রসাদের খাস কামরা

ফরাশ ও চেয়ার প্রভৃতি আসবাবের সমন্বয়ে ঘর সাজানো। পুরনো রুচি এবং পাশ্চাত্য রুচির সংমিশ্রণ পরিস্ফুট। ঘরের মধ্যে ধনদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাচরণ, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদা ও একজন পুলিস-কর্ম্মচারী উপবিষ্ট। জ্ঞানদাচরণ উনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গল নব্যতান্ত্রিক, বিদ্যাসাগর-ভূদেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত যুবক। প্রমদাচরণ বিপরীতধর্ম্মী—বিলাসী, মদ্যপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ; সে মত্ত অবস্থাতেই কথা বলিতেছে।

দারোগা বসিয়া আছে

দারোগা। এ সন্দেহ আপনাদের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল জ্ঞানদাবাবু। কর্ত্তাবাবুর নিরুদ্দেশ আজ দেড় বৎসর হয়ে গেল। এখন প্রমদাবাবু যা বলছেন, তাই যদি ঘ'টেই থাকে, তবে তাঁর সন্ধান আজ আর সোজা হবে না। লাস তো পাওয়া যাবেই না, অন্য কোন চিহ্ন, প্রমাণ—

প্রমদা। বাবার শিকারের ছোরার চেয়ে আর কি প্রমাণ চান আপনি? পদ্ম বাগদিনীর হাতে আমি নিজের চোখে সে ছোরা দেখেছি।

জ্ঞানদা। তুমি ভাল ক'রে মনে কর দাদা। বাবার ছোরা তুমি ঠিক দেখেছ? মদের ঝোঁকে তুমি ভুল দেখ নি তো?

প্রমদা। ভুল? নেশা?- মদ খেলে নেশা হয় জ্ঞানদা? রায়-বংশের ছেলের? (উচ্চহাস্য) শোন জ্ঞানা, তার আধ ঘণ্টা আগেই গঙ্গার

ধারে একটা চিতেবাঘ শিকার করেছি। নিশানা করেছিলাম মাঝ-কপালে, ছোট চিতে, কপালটা ঠিক মাঝখানে একেবারে দু' ফাঁক হয়ে গেছে। ফেরবার পথে আমি আর মদ খাই নি, ফুরিয়ে গিয়েছিল। নেশা ? (হাসিল) বাবার ছোরা আমি পদ্মর হাতে দেখেছি। সোনার পাতে বাঁটটা মোড়া ছিল, কেবল সেই পাতটা নেই।

দারোগা। আপনার বাবার ছোরাই যদি হয়, তবে পদ্ম কি সেটা আপনার সামনে বের করবে প্রমদাবাবু?

প্রমদা। জেরার উত্তর আমি দিই না দারোগাবাবু। আরও একটা কথা আপনাকে ব'লে দিই, মিথ্যে কথা আমি বলি না।

জ্ঞানদা। কিন্তু তুমি ওদের বাড়ি কেন গিয়েছিলে ?

প্রমদা। জ্ঞানদা, তুই আমার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলবি না।

জ্ঞানদা। তুমি একটা পশু।

প্রমদা। ইয়েস, আমি পশু, এ বিস্ট—কিন্তু শিয়াল নই, বাঘ। আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। পদ্মর জন্যে গিয়েছিলাম। পদ্ম আমাকে ছোরাটা দেখিয়ে শাসালে। মুখে না বললেও, তার মনের কথাটা আমি বুঝলাম। বলতে চাইলে, এই ছোরাতে তোমার বাবাকে শেষ করেছি, তোমাকেও—। (উচ্চহাস্য) ভয় দেখাতে চায় আমাকে। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম, কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না। পদ্ম-পুষ্প! ঝরাতে ইচ্ছে হ'ল না।

জ্ঞানদা। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। পদ্মর সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত, তবু তার সামনে ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত আমাদের। পৈতৃক ব্যাধির মত তাকে বর্জ্জন করা উচিত। ছি! ছি! ছি!

প্রমদা। আঃ! আঃ! আঃ! জ্ঞানা, তুই চুপ কর।

জ্ঞানদা। ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। শোন, তোমাকে পাগল হিসেবে ঘরের মধ্যে আমি বন্ধ ক'রে রেখে দেব।

প্রমদা। বন্ধ ক'রে রেখে দিবি? আমাকে? তুই?

অবজ্ঞার হাসিল

জ্ঞানদা। তোমার কতবড় অধঃপতন হয়েছে, তুমি একবার ভেবে দেখ না।

প্রমদা। (উচ্চহাস্য) অধঃপতন!

জ্ঞানদা। যেদিন তোমার এই জঘন্য চরিত্রের কথা মা প্রথম জানতে পারেন, মায়ের সেদিনকার কান্না মনে পড়ে না?

প্রমদা। আঃ আঃ! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

জ্ঞানদা। তোমার এমন স্ত্রী, প্রতিমার মত রূপ, দেবীর মত অন্তর—

প্রমদা। আঃ জ্ঞানা! চুপ কর তুই, চুপ কর। (অস্থির হইয়া পদচারণা করিয়া) তুই জানিস না জ্ঞানা, তুই জানিস না। সে একটা আগুন, চিতার আগুনের মত আগুন, রাবনের চিতা জ্ব'লে শেষ হয় না। স্ত্রী-পুত্র, জাত-ধর্ম্ম, সম্বন্ধ ওরে জ্ঞানা, পায়ের তলার মাটির কথা পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

জ্ঞানদা। ব'স, স্থির হয়ে ব'স।

প্রমদা। না না না। এই কেষ্টা, শূয়ারকি বাচ্চা, মদ, মদের বোতল—

প্রস্থান

জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

দারোগা। ওসব কথা ছেড়ে দিন ছোটবাবু। ও নিয়ে মন-খারাপ করবেন না আপনি, ও রকম তো আকছার হচ্ছে। এখন কাজের কথা—

জ্ঞানদা। (মুখ তুলিয়া, স্থির দৃষ্টিতে আপন মনেই বলিল) হতভাগ্য দেশ, প্রেতে ভরা সমাজ! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব এঁদের কথা দেশ শুনলে না। এরই জন্যে দেবেন ঠাকুরের মত মহাত্মা, কেশব সেনের মত মহাপুরুষ সমাজ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেল। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল) "কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখসাগর সাঁতারি পার হবে!

দারোগা। (হাসিল। তারপর জ্ঞানদার আবৃত্তি শেষ হইতেই সম্মুখে নিকটে আসিয়া বলিল) শুনুন ছোটবাবু, কাজের কথাটা শেষ ক'রে নিতে চাই আমি।

জ্ঞানদা। বলুন।

দারোগা। আপনি কি করতে বলেন? কর্ত্তাবাবু খুন হয়েছেন—এই কথা কি আমাকে ডাইরি করতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্যার কথা দারোগাবাবু। দাদা মদ খান, কিন্তু মাতাল যাকে বলে তা তিনি হন না। মিথ্যে কথাও তিনি বলেন ব'লে আমি মনে করি না। তবে ভুল হতে পারে।

দারোগা। তা হ'লে সন্ধান ক'রে একবার দেখাই উচিত।

জ্ঞানদা। সত্যকে গোপন আমি করতে চাই না, ক'রেও ফল নেই, কারণ পদ্মকে ভৈরবী ক'রে বাবা বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন—এ কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানে। কালীচরণ যেদিন এখানে প্রথম আসে, সেই দিনই সে পদ্মকে কেড়ে নিয়ে যায়। বাবা যদি মতিভ্রমের বশে রাত্রে পদ্মর সন্ধানে কালীচরণের বাড়ি গিয়ে থাকেন, তা হ'লে—কালী বাগদী দুর্দ্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতির লোক, তাকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপার, তাতে কোন ভুল নেই। আর

কর্ত্তা যদি সন্ন্যাসীই কোন কারণে হয়ে থাকেন, দেড় বৎসর হয়ে গেল, তবুও একটা খবরও কি দিতেন না তিনি ? আর সন্ন্যাসী হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও যে দেখতে পাচ্ছি না। কিছু মনে করবেন না ছোটবাবু, কর্ত্তার অবশ্য ধর্ম্মে-কর্ম্মে আচারে-অনুষ্ঠানে অনুরাগ ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন ঘোর বিষয়ী, ভোগে-বিলাসে প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। পদ্মই তার প্রমাণ। তিনি কেন সন্ন্যাসী হতে যাবেন ?

জ্ঞানদা। যা হয় আপনি করুন দারোগাবাবু। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

দারোগা। আমি জমাদারকে কালীর ঘর খানাতল্লাস করতে পাঠিয়েছি। ধ'রে আনতেও বলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, আদালতে এই কেলেঙ্কারি—

জ্ঞানদা। কেলেঙ্কারি যখন সত্য, তখন সহ্য না ক'রে উপায় কি ? আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা ক'রে যান।

দারোগা। সাধ্যমতে আমরা কসুর করব না।

জ্ঞানদা। প্রমাণ যদি নাও পান, তবু কালী বাগদীর মত লোকের যাতে উচ্ছেদ হয়, তাই আপনাদের করা উচিত। পাপ—মূর্ত্তিমান পাপ।

দারোগা। আপনারা সাহায্য করুন, কেন করব না ?

জ্ঞানদা। আমি প্রাণপণ সাহায্য করব আপনাদের। এই সব ক্রিমিনাল, বরুন ক্রিমিনালদের একজনকেও রাখব না আমি এ এলাকায়। চুরি-ডাকাতি এদের নেশা। দাঙ্গা-খুন এদের পেশা। এসব হ'ল এদের গৌরবের কাজ। সুন্দরী মেয়ে হ'লে এরা টাকার লোভে ভদ্রলোককে বিক্রি পর্য্যন্ত করে। হাবে-ভাবে প্রলুব্ধ ক'রে ভদ্রলোকের ছেলের অধঃপতন ঘটানো এদের

মেয়েদের গোপন ব্যবসা। সমাজ-দেহে এরা ওয়েষ্টিং ডিজিজ, রাজযক্ষ্মা।

ঠিক এই সময়ে দরজার পাশে উঁকি মারিল ফুরু বাগদীর মুখ। তোষামোদহাস্যস্মিত অথচ ভয়ার্ত্ত একখানি মুখ। চোখে ধূর্ত্ততা। ফুরু বাগদী আসলে ছিঁচকে চোর প্রমদাচরণের লালসাবহ্নির হবি-সংগ্রাহক, উপরন্তু সংগোপনে পুলিসের গুপ্তচর। লোকটা আপন রুচি এবং জাতি-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে শৌখিন ব্যক্তি। মাথায় বাবরী চুল, গালপাট্টা, সুচালো গোঁফ। নিঃশব্দে লঘুপদে চলা-ফেরা করে, মধ্যে মধ্যে চকিত ভয়ার্ত্তের মত এদিক ওদিক চায়। চোখের পাতা ঘন ঘন পড়ে। সুবিধা পাইলে হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই কাপড়ে লুকাইয়া আত্মসাৎ করে।

জ্ঞানদা। (ফুরুর মুখ উঁকি মারিতেই দরজায় খুট করিয়া শব্দ হইল, সেই শব্দে জ্ঞানদা মুখ ফিরাইল) কে ?

সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ অন্তর্হিত হইল

দারোগা। (ফিরিয়া) কে ?

আবার দরজা দিয়া ফুরুর মুখ উঁকি মারিল. সে সভয়ে আঙুল দিয়া জ্ঞানদাকে দেখাইল

দারোগা। (হাসিয়া) আয়, ভেতরে আয়। ভয় নেই।

জ্ঞানদা। ওটাকে কেন দারোগাবাবু? ওকে আমি বাড়ীর এলাকায় ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি। দাদার অধঃপতনের ওটা একটা মূল কারণ, ও হ'ল মূর্ত্তিমান শয়তান।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরু ধীরে ধীরে মুখ সরাইয়া লইল

দারোগা। বাঘের সন্ধান রাখতে হ'লে ফেউ না হ'লে চলে না ছোটবাবু। ফুরুকে কিছু বলবেন না। ও আমাদের ফেউ—স্পাই।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরুর মুখ ধীরে ধীরে আবার বাহির হইল

আয়, ফুরু ভেতরে আয়।

ফুরুর প্রবেশ

ফুরু। (সভয়ে হাসিয়া) আমি হুজুরদের গোলাম, ছিচরণের দাস।

সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িল

জ্ঞানদা। লোকটা চ'লে গেলে আমাকে ডাকবেন দারোগাবাবু।

ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

ফুরু। কেল্লাফতে হুজুর। ছোরা বেরিয়ে গিয়েছে।

দারোগা। ছোরা বেরিয়েছে?

ফুরু। আজ্ঞে হ্যাঁ। বালিশের ভেতরে রাখত পদ্ম। আমি আবার বড়-খোকাবাবুর চর তো' তাতেই আমাকে দেখেই বালিশ থেকে টেনে ছোরাটা বার ক'রে বললে তোকে আজ শেষ করব। আমি টেনে দিলাম ছুট। এসেই ব'লে দিলাম জমাদারবাবুকে। জমাদারবাবু বার করেছে ছোরা। এখন ব'সে আছে কালীচরণ আর তারাচরণের জন্যে। কোথা গিয়েছে দুজনায়।

দারোগা। হুঁ। পদ্ম কি বললে?

ফুরু। আমি আর ছামনে যাই নাই হুজুর। হুজুর, তারাচরণের পরিবারকে আজ দেখলাম হুজুর।

দারোগা। যা হারামজাদা এখন তুই, বাইরে যা। ছোটবাবু, জ্ঞানবাবু!

পিছন ফিরিয়া জ্ঞানদাকে ডাকিতেছিল, ফুরু অবসর পাইয়া একটা পিতলের ফুলদানি তুলিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল, ফুরু যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়া

জ্ঞানদার প্রবেশ

দারোগা। প্রমদাবাবুর কথা সত্যি, ছোরা পাওয়া গেছে ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ছোরা পাওয়া গেছে?

দারোগা। জমাদার ওদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসছে।

জ্ঞানদা ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল

জ্ঞানদা। হ্যা হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একবার কালীচরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই।

দারোগা। আপনি এত অস্থির হবেন না জ্ঞানদাবাবু!

জ্ঞানদা চেয়ারে বসিল এবং চোখ মুদিয়া কপাল টিপিয়া ধরিল। জমাদার প্রবেশ করিল এবং সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারোগা। আসামী হাজির?

জমাদার। হাঁ হুজুর, এই সেই ছোরা।

জমাদার ছোরা বাহির করিল

জ্ঞানদা। দেখি দেখি। (হাত বাড়াইয়া ছোরাটা লইল) হ্যা বাবার ছোরা। বাঁটের সোনার পাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু এই দেখুন, ছোরার গায়ে বাবার নাম লেখা।

দারোগা। নিয়ে এস, আসামী নিয়ে এস এইখানে। পদ্ম বাগদিনীকেই আগে নিয়ে এস।

জমাদার চলিয়া গেল

জ্ঞানদা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে দারোগাবাবু, ওই ছোরাটা আমি কালী বাগদীর বুকে বসিয়ে দিই।

দারোগা। জ্ঞানবাবু!

জ্ঞানদা। ছোরাটা আপনি নিয়ে রাখুন।

ছোরাটা দিল

জমাদার ও পদ্মার প্রবেশ

পদ্ম। ছোট-খোকাবাবু, এই তোমাদের বিচার? আজ পোষ-সংক্রান্তির দিন, আজ তুমি ঘর-গুষ্টিকে ধ'রে আনলে? পুলিস দিয়ে ঘর-তল্লাসি করালে? কেন, কি করেছি আমরা?

জ্ঞানদা। আগেকার আমল হ'লে তোকে আমি—

জমাদার। এই এই! না না। আসতে পাবি না তুই।

কালী। আরে! পথ ছাড় তুমি জমাদার। পথ ছাড়।

জমাদারের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া কালী প্রবেশ করিল

কালী। বল ছোট-খোকাবাবু, সে আমল হ'লে কি করতে বল, শুনি।

দারোগা। তুই কালী বাগদী?

কালী। হ্যাঁ। তুমি দারোগা সাহেব? সেলাম।

দারোগা। বিনা হুকুমে কেন ঘরে ঢুকলি তুই?

কালী। আমার বোনকে আনবার সময় তোমরা আমার হুকুম নিয়েছ? তাই বিনা হুকুমে আমাকেও ঢুকতে হ'ল। আমার বোন রয়েছে এখানে, আমি থাকব দারোগাবাবু। যা জিজ্ঞাসা করবে আমার সামনে কর।

দারোগা। জমাদার, সিপাহী ডাকো।

কালী। সেপাই ডেকো না দারোগা-সায়েব, খুনখারাপি হয়ে যাবে। নইলে যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি কিছু বলব না।

দারোগা। চুপ ক'রে ব'স তবে ওইখানে।

পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল

কালী। (হাসিল) পিস্তল রাখ তুমি দারোগাবাবু, অন্যায় করে হাঙ্গামা আমি করব না।

দারোগা। তুই পদ্ম বাগদিনী ?

পদ্ম। হ্যাঁ।

দারোগা। এ ছোরা তুই কোথায় পেলি ?

প। বড়বাবুর ছোরা, বড়বাবু দিয়েছিল আমার দাদাকে আমাকে দেবার জন্তে।

জ্ঞানদা। বাঁটের সোনার পাতটা কোথায় গেল তবে ?

কালী। ছোট-খোকাবাবু—

দারোগা। কালীচরণ, তুই চুপ কর।

পদ্ম। সোনার পাত ছিল না।

জ্ঞানদা। ছিল।

কালী। ছিল। আমি সে পাত ছাড়িয়ে বড়বাবুকেই দিয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছি।

জ্ঞানদা। সোনার পাত ছাড়িয়ে বাবাকেই দিয়েছিস ?

কালী। হ্যাঁ।

জ্ঞানদা। হুঁ। কিন্তু বাবা ছোরাটা হঠাৎ পদ্মকে দিতে গেলেন কেন ?

পদ্ম। শুনবে ছোট-খোকাবাবু ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন ?

পদ্ম। তোমার ওই দাদা, বড়-খোকাবাবু যদি—

কালী। পদ্ম !

পদ্ম। ওই বড়-খোকাবাবুর বুকে বসিয়ে দিতে দিয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানদা। হুঁ ! বাপ ছেলের বুকে বসাবার জন্তে ছোরাটা দিয়ে গেছে ! আর তোরা সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাতটা ছাড়িয়ে তাকে ফেরত দিয়েছিস ! বুঝেছি।

কালী। বুঝতে তুমি পার নাই ছোট-খোকাবাবু, বুঝতে তুমি পারবে না।

পদ্ম। বুঝতে তুমি চেও না ছোট খোকা-বাবু। বিশ্বাস কর তুমি, ছোরা আমরা চুরি করি নাই। আমি তোমার মায়ের মত—

জ্ঞানদা। চোপ রও হারামজাদী।

কালী। (গর্জ্জন করিয়া উঠিল) ছোট-খোকাবাবু!

দারোগা। (ধমক দিলেন) এই কালী বাগ্দী!

কালী। ইচ্ছে হয় পিস্তলটা তোমার দেগে দাও দারোগা বাবু। হারামজাদী, হারামজাদী! ছোট-খোকাবাবু ও ব'লে গাল দিও না তুমি। মহাপাপ হবে তোমার।

জ্ঞানদা। কালীচরণ!

কালী। (সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) না না। দাও দাও, হাজার বার গাল দাও তুমি আমার বাপকে।

জ্ঞানদা। কালী; হেসে আমাকে ভোলাতে পারবি না তুই। হাসিস নে।

কালী। ছোট-খোকাবাবু, কাঁদতেও তোমার কাছে আমি কোন দিন আসিনি। তোমার বাবা চাকরান জমি কেড়ে নিয়েছিল, পদ্মকে নিয়ে—(স্তব্ধ হইল) খোকাবাবু, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন আমি কাঁদি নি। তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' নদীর ধারে চর ভেঙে জমি করলাম, সে জমি তুমি কেড়ে নিলে। কালো মেঘের বরণ মন-ভোলানো ধান—হাতী লাগিয়ে খাইয়ে দিয়েছ তোমরা। ঘরে কেঁদেছি, তবু তোমাদের কাছে দরবার করতে আসি নি। আবার আজ চুরি করেছি ব'লে ধ'রে এনেছ। হাসব না ছোটবাবু?

জ্ঞানদা পদচারণা করিয়া ফিরিয়া কালীর সম্মুখে দাঁড়াইল

জ্ঞানদা। বাবাকে তোরা খুন করলি কেন?

কালী। খুন?

পদ্ম। না না না ছোট-খোকাবাবু, না।

কালী। ও; তাই বল, তুমি তাই মনে করেছ ছোটবাবু? না না ছোটবাবু, না। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। আর কাউকে ব'লে যান নি, তোকে বলে গিয়েছেন?

কালী। হ্যাঁ গিয়েছেন।

জ্ঞানদা। হঠাৎ তিনি সন্ন্যাসী হলেন কেন?

কালী। ছোট-খোকাবাবু, আর তুমি কোন কথা শুধিও না, বলতে আমি পারব না।

জ্ঞানদা। কালী!

কালী। না না ছোট-খোকাবাবু, না।

জ্ঞানদা। তোকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে কালী।

কালী। ঝুলব ছোট-খোকাবাবু, তবু বলতে পারব না।

জ্ঞানদা সহসা কালীর গলা ধরিল

জ্ঞানদা। বল। বল।

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু।

কালী হাত ছাড়াইয়া দিল

কালী। (হাসিয়া) তোমাদের হাত নরম খোকাবাবু, কালী বাগ্দীর গলা পাথরের, খুললে বন্ধ হয় না; চাপা পড়লে আর খোলে না।

জ্ঞানদা। কালী!

কালী। ছোটবাবু, ফাঁসির ব্যবস্থাই কর তুমি। সে কথা আমি বলব না।

পদ্ম। আমি বলব। শোন ছোট-খোকাবাবু—

কালী। না না না পদ্ম, না।

পদ্ম। না না, আমি বলব। তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে আমি দেব না। শোন—

কালী। পদ্ম !

সে আসিয়া পদ্মর মুখ চাপিয়া ধরিল

দারোগা। কালী !

জ্ঞানদা। কালী !

পূজকের প্রবেশ

পূজক। হুজুর !

জ্ঞানদা। কি ? কি চাই তোমার এখানে ?

পূজক একটি মোড়ক ও একখানি চিঠি তাহাকে দিল

পূজক। একজন সন্ন্যাসী এইটে এখুনি আপনাকে দিতে বললেন।

জ্ঞানদা। কি ? কি এটা ?

মোড়ক খুলিল, মোড়কের মধ্যে ছোরার বাঁটের সোনার পাত

এ কি ? এই তো সেই ছোরার বাঁটের সোনার পাত।

(তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়িল) কই ? কোথায় ? কোথায় তিনি ?

পূজক। গঙ্গার ধারে কালীবাড়ির ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দারোগা। ব্যাপার কি জ্ঞানদাবাবু ?

জ্ঞানদা। ছেড়ে দিন, এদের ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমি আসছি।

প্রস্থানোদ্যত

দারোগা। ছেড়ে দেব ?

জ্ঞানদা। বাবা বেঁচে আছেন। এক সন্ন্যাসী তাঁর খবর নিয়ে এসেছেন, তাঁর হাতের চিঠি এনেছেন। ওদের ছেড়ে দিন।

প্রস্থান

কালী পদ্মের মুখ ছাড়িয়া দিল

দারোগা। যা, তোরা বাড়ি যা।

কালী। আঃ। পদ্ম, আয় বোন, বাড়ি আয়।

পদ্ম। আমার ছোরা ?

কালী। (টেবিল হইতে ছোরাটা তুলিয়া লইয়া) ছোরাটা আমরা নিয়ে চললাম দারোগাবাবু।

পদ্ম ও কালীর প্রস্থান

দারোগা। চল হরলাল। মিছে হয়রানি হ'ল।

দারোগা ও জমাদারের প্রস্থান

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। কই, পদ্ম কই ? জ্ঞানদা!

দরজার পাশ হইতে ফুরু উঁকি মারিল

ফুরু। হুজুর!

প্রমদা। কই, গেল কোথায় সব ? পদ্মকে কোথায় নিয়ে গেল ? কেলে কোথায় ? বিচার আমি করব।

ফকু প্রবেশ করিল

ফকু। ভেঙ্কির খেলা হয়ে গেল হুজুর। বড়কর্ত্তা বেঁচে আছে। কোন্ সন্ন্যেসী চিঠি এনেছে। ছোটবাবু ছুটে গেল। দারোগা ফিরে গেল। পদ্ম-কালীকে ছেড়ে দিলে।

প্রমদা। জ্ঞানদা! জ্ঞানদা!

প্রস্থানোদ্যত। পরে পুনরায় ফিরিয়া

যাক, বেঁচে বাবা। ফকু, আজ রাত্রে—; দরকার হয় ফেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

ফকু। বকশিশ হুজুর!

সেলাম করিল

প্রমদা। (একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া) মনে থাকে যেন—আজ রাত্রে—

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তের পথ। কাল—সন্ধ্যা

গঙ্গার ঘাটের দিকে পল্লীর মেয়েরা যাইতেছে পৌষ-অর্চ্চনার ব্রত পালন করিতে। মেয়েদের কতকজনের হাতে অর্চ্চনার সামগ্রী সাজানো গোল ডালা। কাহারও হাতে জলের ঘটি। কাহারও হাতে শাঁখ। তাহারা ধীর মন্থর গতিতে পৌষ-অর্চ্চনার ব্রত-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। শান্ত মন্থর গতি।

গান গাহিয়া মেয়েরা চলিয়া গেল। যেদিক হইতে তাহারা আসিল সেদিক—অর্থাৎ গ্রামের দিক হইতেই সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদের প্রবেশ

জ্ঞানদা। (নেপথ্য হইতে) দাঁড়ান, আপনি দাঁড়ান।

ধনদাপ্রসাদ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। সত্যিই আপনি!

জ্ঞানদা প্রণাম করিল।

ধনদা। কল্যাণ হোক। ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

জ্ঞানদা। ফিরে আসুন।

ধনদা। সন্ন্যাসীর সে নিয়ম নয় জ্ঞানদা। তাই—(হাসিল)জ্ঞানদা, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে বুকটা আমার টনটন ক'রে উঠল। চোখে জল এল। কিন্তু তবু ঢুকতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল কি জান? মনে হ'ল রায়-বাড়ীর খিলেনে খিলেনে ঠাট্টার হাসি বেজে উঠবে।

জ্ঞানদা। কি অপরাধে আপনি আমাদের ত্যাগ করছেন?

ধনদা। আমাদের ব'লো না জ্ঞানদাচরণ, আমাকে বল। গ্রামে যখন ঢুকলাম, তখন আশা করেছিলাম হ্যাঁ, আশা করেছিলাম

রায়-বাড়ির দেউড়িতে পুত্রশোক আমার জন্যে লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। আশা করেছিলাম, শুনব—প্রমদা নেই। কিন্তু এসে আমাকেই মাথা হেঁট করতে হ'ল।

জ্ঞানদা। তাকে পাগল ব'লে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে দেব আমি।

ধনদা। তাই দিও। আর যেন মহাপাপ রায়-বংশকে স্পর্শ না করে। আজ মনে হচ্ছে, ভগবানের দয়া যেন এখনও আছে। মহাপাপের ওপর আর এক মহাপাপ থেকে ভগবান আজ রক্ষা করেছেন। পুরী থেকে ফিরছিলাম কাশী। আশ্চর্য মনের মমতার ছলনা জ্ঞানদাচরণ, তখন যে আপনার অজ্ঞাতসারে পথ ভুল করেছি, বুঝতেই পারি নি। ভ্রম ভাঙল যখন, তখন দেখলাম, কীর্তিহাটের হাটের চালার ধারে আমি। মনে মনে হেসে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে শুনলাম দুটি ছেলে বললে, রায়কর্ত্তা ধনদাবাবুকে কালী বাগদী খুন করেছে, তাই পুলিস তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে রায়-বাড়ির কাছারিতে। কালীবাড়ির ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। (হাসিয়া) দাড়ি-গোঁফ দেখে, হিন্দী কথা শুনে পূজক ভটচাজ আমাকে চিনতে পারলে না। (সহসা সচকিতভাবে) চাঁদ উঠছে জ্ঞানদাচরণ, আমি যাই।

জ্ঞানদা। আপনার ওই মেয়েটার জন্যে—মানে কালীচরণদের জন্যে লজ্জা হচ্ছে বাবা? আমি স্থির করেছি, ওদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব। ওদের উচ্ছেদ করব।

ধনদা। না না জ্ঞানদা, সে কাজ ক'রো না। তুমি জান না জ্ঞানদা, তুমি বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, আরও একটা কথা।

জ্ঞানদা। বলুন।

ধনদা। শুনলাম, কালীচরণ গঙ্গার চর ভেঙে জমি তৈরি করেছিল, সে জমি তুমি কেড়ে নিয়েছ ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। অন্যায় করেছ, মহা অন্যায় করেছ। সে জমি তাকে ফিরিয়ে দিও।

জ্ঞানদা। আপনার সম্পত্তির অধিকার আমি ত্যাগ করছি। আপনি ইচ্ছামত বন্দোবস্ত ক'রে যান।

ধনদা। কেন জ্ঞানদাচরণ ?

জ্ঞানদা। না। পিতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি বাধ্য, সে আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাঞ্চনমূল্যে প্রায়শ্চিত্তবিধানে আমি বিশ্বাস করি না। আপনার অন্যায়ের জন্যে আমি কালীচরণকে ঘুষ দিতে পারব না। না, সে আমি পারব না।

ধনদা মাথা হেঁট করিলেন

জ্ঞানদা। তা ছাড়া কালীচরণের মত অপরাধপ্রবণ লোককে সমাজের ব্যাধি ব'লে আমি মনে করি। তাদের আমি নির্মূল করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ধনদা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর জ্ঞানদা।

প্রস্থানোদ্যত। পুনরায় ফিরিয়া

কালীচরণের জমি তুমি রেশম-কুঠীর সায়েবদের বন্দোবস্ত করেছ না ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তারাই সকলের চেয়ে উচ্চমূল্য দিয়েছে।

ধনদা। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক তোমার।

প্রস্থান

জ্ঞানদাও অন্যদিকে প্রস্থান করিল। প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। কে? কে? কে?

সে দাঁড়াইল স্তম্ভিতের মত

ফুরুর প্রবেশ

ফুরু। হুজুর!

প্রমদা। চুপ!

ফুরু। (মৃদুস্বরে) পদ্ম—

প্রমদা। পদ্ম! পদ্ম কি, বল?

ফুরু। কালীকে আজ খুব মদ খাইয়েছি হুজুর।

প্রমদা। চল ফুরু, চল। এ আগুনে হয় পুড়ে ছাই হব, নয় আজ জল দেব। চল। আমার পিস্তল? এই যে। চল।

উভয়ের প্রস্থান

দূরে ব্রতগানের সুর শোনা গেল

প্রবেশ করিল জয়া। সে স্থির দৃষ্টিতে যে দিকে সঙ্গীত উঠিতেছে সেইদিকে চাহিয়া দেখিল তারপর সে সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল। বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল তারাচরণ

তারা। (চলিতে চলিতে জয়ার কাছে আসিয়া সচকিতভাবে) কে?

জয়া। (ক্ষিপ্রভাবে উঠিয়া পিছাইয়া গিয়া) কে?

তারা। কে, জয়া?

জয়া। (উল্লসিতভাবে) তুমি, তুমি? ওগো, তুমি ফিরে এসেছ? আঃ! ওগো, আমি তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তারা। ওরে বাপরে! (বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতখানি জয়ার মুখের কাছে ধরিয়া) আহা—

থির দিঠিতে পথের পানে চেয়ে

চোখের কাজল ধুয়ে গেল জলের ধারা বেয়ে !

জয়া। (হাসিয়া) থাম কবিয়াল, থাম। এখন কবিগান ক'রে কি আনলে তা দাও।

তারা। কি আনলাম? এনেছি অনেক।

জয়া। দাও, দাও। (হাত পাতিয়া) কেমন রাঙা হাত পেতেছি দেখ। দাও।

তারা। নে, তবে তোর হাত দুখানা চুমো দিয়ে ভ'রে দিই।

জয়া। না না, হাসিঠাট্টা নয়। ওগো আমার কান্না পাচ্ছে।

তারা। হেসে ফেল না। তা হ'লেই আর কান্না পাবে না।

জয়া। হাসি? না, হাসি আমার আসছে না। কি এনেছ দাও।

তারা। সবুর গোয়ো মেয়ে—সবুর। আগে শোন। কবিয়াল কি বলছে শোন।

(ছড়ায়) "সমুদ্র মন্থন হৈল রত্নাকরের বাড়ি,
উজাড কৈরা উঠে এল ধনরত্নের কাঁড়ি।
রাজা উজির দেবতা সে সব করিলেন সাবাড়।
ভিখারী ভাওড় শিব চাটেন বিষের ভাঁড়।"

বিষ খেয়ে এসেছি জয়া; সে তো উগরে দেবারও উপায় নাই।

জয়া। কি বলছ তুমি? আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। ঘরে ঘরে পৌষ-পার্ব্বণ হ'ল, আমাদের ঘরে আজ হাঁড়ি চাপে নি। তার ওপর বাবুরা থানা-পুলিস ক'রে শ্বশুরকে পিসেসকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

তারা। ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল?

জয়া। হ্যাঁ। কিন্তু সে মিটে গিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে। এখন কি এনেছ দাও, চাল কিনে আন, পৌষ পার্ব্বণের যোগাড় কর। ওগো সকল

ঘরে পৌষ-পুজো হ'ল, আমাদের ঘরে হোক। কি এনেছ দাও।

তারা। কি এনেছি? বললাম তো জয়া, বিষ খেয়ে এসেছি। ভদ্রলোক কবিয়ালদের সঙ্গে পারলাম না, হেরে গেলাম;

জয়া। হেরে গেলে?

তারা। পাল্লায় নয়, খেউড়ে। যে খেউড় তারা ধরলে, বাগদীর ছেলে হয়েও সে খেউড়ের জবাব আমি গাইতে পারলাম না। আমি একবার গাইলাম—পেয়েছ মানব-জনম মন, ভগবানের নাম কর। আমাকে লোকে 'দুও' ক'রে তাড়িয়ে দিলে। একটা পয়সাও পেলা আমি পাই নি। শুধু হাতে গালাগাল খেয়ে ফিরে এসেছি।

জয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

জয়া! এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন জয়া?

জয়া। আমার ইচ্ছে করছে, তোমার দুই গালে ঠাস ঠাস ক'রে দুটো চড় বসিয়ে দিই।

তারা। মার জয়া, তাই মার। আজ আর আমি আটকাব না।

জয়া। যে মরদ মা-বাপ পরিবারকে খেতে দিতে পারে না, সে আবার মরদ নাকি?

তারা। কি করব আমি বল্?

জয়া। কি করবি? কি করবি, আমি কি জানি? আমাকে পেট ভ'রে খেতে দে, শখ মিটিয়ে পরতে দে, আমার এই গোরো গা গয়না দিয়ে ঢেকে দে। তোর রোজকারের গরবে আমাকে গরব করতে দে? নইলে কিসের সোয়ামী তুই? কোথায় পাবি তুই, আমি কি জানি?

তারা। জয়া! জয়া!

জয়া। শাশুড়ী কাঁদছে ঘরে পৌষ-পার্ব্বণ হ'ল না। পিসেস মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। আমি বড় মুখ ক'রে বলেছি, ভেবো না ঠাকরুণ, আজ তোমার ছেলে সাঁঝাসাঁঝি ফিরবেই। রোজকার ক'রে আনবে। পৌষ-পার্ব্বণ হবে, তুমি ভেবো না। ছি! ছি! ছি!

তারা। (চীৎকার করিয়া বলিল) আমি ফিরে চললাম জয়া। রোজকার যদি করতে পারি, তবেই ফিরব।

পল্লীর মেয়েরা ব্রত সারিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। কাল—রাত্রি

বাহিরে চারিপাশে শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনির সংমিশ্রণে একটি সঙ্গীতময় শব্দ। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কালী বাগদীর বাড়ি প্রায় নিস্তব্ধ। সঙ্গীতধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল। দাওয়াতে পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া ছিল টগর ও পদ্ম। ধীরে ধীরে চাঁদের আলো ফুটিল

পদ্ম। আঃ, চাঁদ উঠল, বাঁচলাম! অন্ধকারে জীবনটা যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।

টগর। আমার কপাল। আজ পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যে, ঘরে আমার পিদিম জ্বলল না, হাঁড়ি চড়ল না। তবে যে বিপদ থেকে আজ রক্ষা করেছেন ঠাকুর সেই মহাভাগ্যি। কে?

জয়ার প্রবেশ

জয়া। (রুদ্ধস্বরে) আমি ঠাকুরুণ।

টগর। তারাচরণ ফিরল বউমা?

জয়া। না।

সে ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

পদ্ম। ব'স বউমা, এইখানেই ব'স। অন্ধকার ঘর, ঘরে গিয়ে কি করবে?

জয়া। আমার মাথা ধরেছে পিসেস, আমি শোব! বসতে আমি পারছি না।

ভিতরে চলিয়া গেল

টগর। বউমা! বউমা! মাথা কি বেশি ধরেছে মা?

অনুসরণ করিল

কালীচরণের প্রবেশ, সে মদ খাইয়াছে, উদ্‌ভ্রান্ত। মোটা গলায় গাহিতে গাহিতে ঢুকিল

কালী। (ছড়ার সুরে) ও মা দিগম্বরী, নাচ গো শ্যামা রণমাঝে।

পদ্ম। (চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) দাদা!

কালী। (ছড়ায়) কোন্ হ্যায় তোম্?

ভাঁড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্!

বাবা বোম্ বোম্ বোম্!

পদ্ম। (কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া ডাকিল) দাদা! দাদা!

কালী। কে? কে? ও—ও, পদ্ম? ও! আমার সোনার পদ্ম!

পদ্ম। আজ লক্ষ্মীর দিন, তুমি মদ খেয়েছ দাদা?

কালী। হুঁ, খেলাম বোন খেলাম। ফুরু—ফুরু, ওই ফুরু দিলে।

টগর বাহির হইয়া আসিল

টগর। কে? কে দিলে?

কালী। ফুরু—ফুরু। ছি চকে চোখ হোক, ফুরু লোক ভাল। আমাকে কত খাতির করলে।

টগর। ছি! ছি! ছি! তার চেয়ে তুমি বিষ খেলে না কেন?

কালী। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল টগরবউ, দুঃখে ঘেন্নায় বুকটা হু-হু করছিল।

টগর। তাই ফুরুর কাছে তুমি মদ খেয়ে এলে?

পদ্ম। ভাজ-বউ! ভাজ-বউ!

টগর। থাম পদ্ম, তুই থাম। আজ দেড় বছর কথা চেপে রেখে এসেছি। আর নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি তৈরী করলে, সে জমি কেড়ে নিলে, সেও সহ্য করেছি, লুকিয়ে রেখেছি, এ পাপ-কথা পুরুষকে বলি নি। আজ আবার বিনা দোষে পুলিসের হাতে

অপমান, খুন-অপবাদ দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা ! না, আর লুকিয়ে রাখব না আমি।

কালী। কি বলছিস টগরবউ, কি লুকিয়ে রেখেছিস ?

টগর। ওই ফুক্ক, যার মদ তুমি খেয়ে এলে, ও ওই বড়-খোকাবাবুর গুপ্ত কোটাল। আজ দেড় বছর পদ্মকে জ্বালাচ্ছে।

কালী। (চমকিয়া উঠিল) টগর ? কি বলছিস টগর ?

টগর। তোমার পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, বুক হু-হু করছে। মদ খেয়ে এলে তুমি। ঘরে দুধের মেয়ে বউ নেতিয়ে প'ড়ে আছে, বোন দাঁতে দাঁত টিপে ব'সে রয়েছে, ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম পর্য্যন্ত চোখে আসে না। তোমার ছেলে ঘুরছে চাদর গলায় দিয়ে কবিয়ালি ক'রে। তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোথায় গাঙের ধারে চর পড়েছে—জমি করবে, চাষ করবে, ফসল হবে, ক্ষেত করবে, খামার করবে, ঘর বাড়ি—

কালী। টগরবউ, টগরবউ, জোড় হাত করছি, থাম্ থাম্, ওরে তুই থাম্। (স্তব্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত থাকিয়া) পদ্ম, তোর সেই ছোরাটা কইরে ?

পদ্ম। দাদা !

কালী। (হাত বাড়াইয়া) দে তো বোন, কোনও জায়গায় বিঁধে, নেশাটা ছুটে যাক। আঃ ছি ! ছি ! ছি ! (একবার পদচারণা করিয়া) বউমা আমার ক্ষিদেয় নেতিয়ে পড়েছে টগর ? মাথা ধরেছে ? আঃ ছি ! ছি ! আসছি আমি।

পদ্ম। কোথায় যাচ্ছ দাদা ? না না।

কালী। পথ ছাড়্ পদ্ম, নেশা আমার ছুটে গিয়েছে। ফুক্ককে কিছু বলব না আমি। ওরে ওরে, আমি দেখি যদি কিছু যোগাড় করতে পারি। পথ ছাড়্।

পদ্ম সরিয়া দাঁড়াইল। কালী চলিয়া গেল।

টগর। তুই একটু ব'স্ পদ্ম। বউটার ক্ষিদেতে হেঁচকি উঠছে। আমি দেখি। পোষ মাসের সংক্রান্তি, আমাদের হিঁদুপাড়ায় কেউ কিছু দেবে না। আমি একবার শেখপাড়াটা দেখে আসি। রাজা বেটার ঘর থেকে আসি আমি।

প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত পরেই উঁকি মারিল ফকুর মুখ

পদ্ম। কে?

ফকুর মুখ অদৃশ্য হইয়া গেল

ফকু। (নেপথ্য হইতে) কালীদাদা রইছ নাকি? কালীদাদা?

পদ্ম ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। ফকুর মুখ আবার উঁকি মারিল, কাহাকেও না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল

ফকু। (এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় ডাকিল) পদ্ম! পদ্ম! বাবু বলেছে, তোকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবে। পদ্ম!

পদ্ম বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে ছোরা

পদ্ম। তোর পরিবারের বড় দুঃখ। সাতটা ছেলের একটা নাই। তাই তোকে এতদিন কিছু বলি নাই। আজ তোকে—

দাওয়া হইতে লাফ দিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ফকু দ্রুত লঘুপদে পলাইয়া গেল

ফকু। মেরে ফেললে বাবু, মেরে ফেললে।

পলায়ন

পদ্ম। অদৃষ্টের পাপকে আমি বিদেয় করব।

অনুসরণে অগ্রসর হইল

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করিল প্রমদাচরণ

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। (চমকিয়া দাঁড়াইল) তুমি?

প্রমদা। সর্দ্দার-বউ একদিন বলেছিল, তুই বাঘিনী। মিথ্যে বলে নি। (হাসিল)

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু—

প্রমদা। নাঃ। খোকাবাবু নয়, বাবু-প্রমদাবাবু।

পদ্ম। ছোট জাত ব'লে কি আমাদের ধর্ম্ম নাই, সম্বন্ধ নাই, কিছু নাই?

প্রমদা। (অসহিষ্ণুভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ আঃ আঃ! পদ্ম!

পদ্ম। তোমার বাবা তার নিজের ছোরা তোমার বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে দিয়ে গিয়েছে। আমার হাতে সেই ছোরা, তুমি আর এগিও না বড়-খোকাবাবু।

প্রমদা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল

পদ্ম। তা ছাড়া দাদা আমার এখুনি ফিরবে।

প্রমদা। (পিস্তল বাহির করিয়া) কেলেকে আমি গুলি ক'রে মারব।

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও।

প্রমদা। পদ্ম, পদ্ম, তোর জন্য আমি জাত-ধর্ম্ম সব ছাড়ব।

পদ্ম। কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারব না বড়-খোকাবাবু। আমার জাত-ধর্ম্ম রাখতে হয় আমি তোমাকে মারব, নয় আমি নিজে মরব। এখনও বলছি, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

প্রমদা। পদ্ম!

পদ্ম। তারাচরণকে যেমন মায়া করি বড়-খোকাবাবু, তোমাকেও আমি তেমনই মায়া করি। মায়ের দুধকে তুমি বিষ ক'রে দেবে বড়-খোকাবাবু?

প্রমদা। (অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল) না না না না পদ্ম, না।

কালীচরণ। (নেপথ্যে হইতে) কে? কে? কে ওখানে? কে?

পদ্ম। বড়-খোকাবাবু, পালাও!

প্রমদা। (দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া) কালাচরণ, কেলে!

সে পিস্তল তুলিয়া লক্ষ্য করিল

পদ্ম চট করিয়া ছোরা ফেলিয়া দাওয়ার উপর হইতে একটা ছোট লাঠি—দুই হাত আন্দাজ লম্বা লইয়া প্রমদার হাতের উপর বসাইয়া দিল, প্রমদার হাতের পিস্তল পড়িয়া গেল এবং আওয়াজ হইল

পদ্ম। প্রাণে মারতে এখনও মায়া হচ্ছে আমার। পালাও, এখনও পালাও।

প্রমদা। ফুরু! ফুরু! দারোয়ান!

সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

সেই মুহূর্ত্তেই কালাচরণ হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিল

কালা। গুলি! গুলি! (উচ্চহাস্য) ওই লাঠিটা পদ্ম, লাঠিটা—

পদ্মর হাত হইতে ছোট লাঠিটা লইয়া সে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রমদার গমনপথের দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। একটা গুরুভার জিনিস পড়িবার শব্দ হইল

কালা। আ! (বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

পদ্ম। দাদা! দাদা!

টগরের প্রবেশ

টগর। কি হ'ল? কি হ'ল পদ্ম?

পদ্ম। বলতে পারছি না ভাজ-বউ, বলতে পারছি না। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বড়-খোকাবাবুকে দাদা ফাবড়া ছুঁড়ে মেরেছে। সে পড়েছে। দাদা ছুটে গেল।

সে কাঁপিতে লাগিল

টগর। কোন্ দিকে পদ্ম, কোন্ দিকে?

পদ্ম। ওই ওই—

টগর। ওগো! ওগো!

অগ্রসর হইল

কালীচরণের প্রবেশ, তাহার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাতে সোনার চেন বোতাম আংটি

কালী। নে পদ্ম, ধর।

পদ্ম। (চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিল) দাদা! কি করলে দাদা? তারাচরণকে কি তুমি এমনই ক'রে—উঃ!

টগর। খুন ক'রে ওইগুলো তুমি নিয়ে এলে?

ধনদা। (নেপথ্যে হইতে) কালীচরণ!

সে ডাক কাহারও চেতনা-সঞ্চার করিতে পারিল না

কালী। ধর ধর। (সেও কাঁপিতে লাগিল) নিয়ে যা সাউ-মহাজনের বাড়ি, কিছু চাল-ডাল নিয়ে আয়। দেবে সে সোনা পেলে। হোক লক্ষ্মীর দিন, দেবে দেবে। নিয়ে যা। ধর্ ধর্।

টগর। না না না।

কালী। ধর্ ধর্। আর একটু জল—খুব ঠাণ্ডা জল।

ধনদার প্রবেশ

ধনদা। কালীচরণ! তোর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না। এ কি, তোর হাতে রক্ত? ও কি? প্রমদার চেন আংটি? কালীচরণ! কালী!

ফুরু। (নেপথ্য হইতে) এই আসুন হুজুর, এই আসুন।

জ্ঞানদা। (নেপথ্য) হইতে দাদা! দাদা!

ধনদা। জ্ঞানদা!

জ্ঞানদা। (নেপথ্য হইতে) বাবা!

ধনদা। প্রমদা আমার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে চলল জ্ঞানদা। তার উপলব্ধি হয়েছে আজ, আপনার ভুল বুঝতে পেরেছে। মুক্তির পথে বেরিয়েছে সে। তুমি ওইখান থেকে ফের। এখানে এসো না। আমার শেষ অনুরোধ জ্ঞানদা, ফের।

জ্ঞানদা। (নেপথ্যে) বাবা!

ধনদা। পেছু ডেকো না, ফিরে যাও। কালীচরণ, এইবার আমাকে ক্ষমা কর্।

কালী। বড়-খোকাবাবুর আমি শোধ নিয়েছি বড়বাবু, শোধ। কিন্তু তোমাকে—? না।

অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীচরণের বাড়ী। চারিদিকে মালিন্য-চিহ্ন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে পথের উপর জ্ঞানদাচরণ দাঁড়াইয়া আছে। জন দুয়েক কনেস্টবল দুই পাশে দাঁড়াইয়া। কালীর ঘর খানাতল্লাস হইতেছে। দারোগা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল

দারোগা। না। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। সোনা-রূপো দূরের কথা, পেতল-কাঁসার একটা-আধটা ঘটি থালা পর্য্যন্ত নেই।

জ্ঞানদা। হুঁ।

দারোগা। ঘরে মেজের মাটি পর্য্যন্ত খুঁড়ে দেখেছি।

জ্ঞানদা। তা হ'লে এই অমানুষিক পাপ, রাত্রে নিরীহ পথিকের জীবন নাশ, এ করছে কে? উঃ নিশীথ-রাত্রে হতভাগ্য মানুষের সে কি করুণ মৃত্যু-চীৎকার! আপনারা শুনেছেন কি-না জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি। গবর্নমেণ্ট এত বড় ঠগীর অত্যাচার বন্ধ করলেন, আর এই সামান্য ঠ্যাঙাড়ের অত্যাচার বন্ধ হবে না! এমনই ভাবে নিষ্ঠুর নরহত্যা যদি বন্ধ করতে না পারেন, তবে আপনাদের চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ কথা শুধু আমি আপনাকেই বলছি না। আপনাদের সাহেবকে পর্য্যন্ত সেদিন এই কথাই ব'লে এসেছি।

দারোগা। কিন্তু আপনি তো দেখছেন, আমি কি চেষ্টার কোন কসুর করছি?

জ্ঞানদা। চেষ্টা যদি সফলই না হয়, তবে সে চেষ্টা অকৃত্রিম হ'লেও অক্ষম নিশ্চয়। হয় কসুর আছে, নয় আপনি অক্ষম। শুনুন দারোগাবাবু, আমরা চাই শান্তিতে থাকতে। এমন ভাবে রাত্রে রাহাজানি, নরহত্যা এ তো অরাজক। এর পর আমি লাটসাহেবের দরবার পর্য্যন্ত এ সংবাদ জানাব।

দারোগা। আপনি যেমন বলছেন, আমি তেমনই করছি। সায়েব আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন যে, রায়বাবু যা বলবেন, তাই করবে তুমি। আপনার সম্বন্ধে সায়েবের খুব উচ্চ ধারণা। বলছিলেন, রায়বাবুকে খেতাব দেবার জন্যে লিখেছি আমি।

জ্ঞানদা। খেতাবের কথা থাক, ওর প্রত্যাশা ক'রে আমি কাজ করি নি। এ অত্যাচার দমন করতে হবে। তাই হ'লে সে-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। রাত্রে আমি ঘুমুতে পারি না। কান পেতে জেগে ব'সে থাকি। কখন কোন্ দিক থেকে মানুষের মরণ-চীৎকার বেজে উঠবে—উঃ, নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার চিরে ছুটে যায় মৃত্যু-বাণের মত। এ পাপ বন্ধ করুন, যেমন ক'রে হোক বন্ধ করুন।

দারোগা। আপনি কালীকে সন্দেহ করলেন, কালীর ঘর খানাতল্লাসি করলাম। কিন্তু পাওয়া তো কিছুই গেল না।

জ্ঞানদা। আমার এখনও কালীচরণকেই সন্দেহ হয়। ও কাজকর্ম্ম করে না, জমি-জেরাতও নেই, সংসার চলে কি ক'রে?

দারোগা। ওর ছেলে কবিয়ালি করে।

জ্ঞানদা। সে তো আজ ছ মাসের ওপর নিরুদ্দেশ।

দারোগা। ওর সেই বোনটা, মানে পদ্ম তো এখন ঝুমুর-দলে নাচ ক'রে বেড়ায়—

জ্ঞানদা। হাঁা, সেই এক পাপ। কিন্তু সে তো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে

দারোগাবাবু। তার রোজকার সে দেবেই বা কেন? কালীচরণ নেবেই বা কেন? তা ছাড়া সেও তো আর গ্রামে ফেরে নি।

দারোগা। ফুরু বাগদীকে কালীর পেছনে আমি লাগিয়ে রেখেছি। সেও কোন সন্দেহ করে না ছোটবাবু।

জ্ঞানদা। ফুরুকে আমি বিশ্বাস করি না। ও আমায় সেদিন ছুটে গিয়ে বলেছিল, কালী দাদাকে খুন করছে। আমি ছুটে এলাম লোকজন নিয়ে। বাবা বললেন, না, প্রমদাকে নিয়ে আমি তীর্থে যাচ্ছি। তার সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে চেয়ো না। আমি ফিরে গেলাম। সেদিন তবুও ফুরু বলেছিল, না ছোটবাবু, কর্ত্তাবাবু কালীকে বাঁচাবার জন্যে ও কথা বলছেন। এখন ও বলে, বাবার সঙ্গে দাদাকে যেতে ও দেখেছে। সেদিন বাবার কথা অবিশ্বাস ক'রে ওর কথা বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সেদিন ও সত্যি কথাই বলেছিল। আজ যা বলে সেটাই মিথ্যে।

দারোগা। এখন আমাকে কি করতে বলেন?

জ্ঞানদা। সমস্ত বাগদীপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়ীপাড়া তল্লাস করা হোক। দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাদের পেশা, তাদের পক্ষে এ কাজ অসাধ্য মোটেই নয়।

ব্যস্তভাবে মহাজন গুরুপদ সাউ প্রবেশ করিল।

গুরুপদর কপালে তিলক, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠি. ছোট করিয়া ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে দীর্ঘ এক টিকি। পরনে থান ধুতি, গায়ে কেটের অর্থাৎ রেশমের কর্কশ জট-পাকানো ঝাড়িয়া-ফেলা অংশে তৈয়ারী কম-দামী চাদর। পায়ে ছেঁড়া এক জোড়া চটি

গুরু। একে বলে গিয়ে, প্রণাম ছোট হুজুর। দারোগাবাবু, আপনাকেও প্রণাম।

জ্ঞানদা। কে? গুরুপদ?

গুরু। আজ্ঞে। আমি তো হুজুরদের, একে বলে গিয়ে, আশ্রিত—চাকর।

জ্ঞানদা। টিকি মালা আর ফোঁটার যোগ্য বিনয় তোমার গুরুপদ। তারপর কি সংবাদ?

গুরু। আজ্ঞে, শুনলাম, হুজুরেরা, একে বলে গিয়ে, কালীচরণের ঘর খানাতল্লাস করছেন?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ। সড়ক রাস্তায় এখানে ওখানে পথিক খুন হচ্ছে, তারই সন্ধানে পুলিস কালীর ঘর খানাতল্লাস করলে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

গুরু। আজ্ঞে, কালীচরণ, একে বলে গিয়ে, আমার আশ্রিত—মানে আমার চাকরি করে কি না। তাই, একে গিয়ে বলে, বলি দেখি ব্যাপারটা কি!

জ্ঞানদা। কালীচরণ তোমার চাকরি করে?

গুরু। আজ্ঞে হুজুর, একে বলে গিয়ে, অধীনের ঘরে দু-চারখানা থালা কাঁসা আছে তো।

জ্ঞানদা। এবার তোমার বিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, কাঁসা নয় সোনা-রূপো, দু চারখানা নয়—দু-চার সের এবং দু-চার মণ।

গুরু। আজ্ঞে—আজ্ঞে—একে বলে গিয়ে, কালীচরণ সেই সব পাহারা-টাহারা দেয়। মানে, চারিদিকে চোর-ডাকতের ভয়। তাই যখন শুনলাম হুজুররা, একে বলে গিয়ে, পদার্পণ করেছেন কালীচরণের বাড়ীতে, তখন ছুটে এলাম।

জ্ঞানদা। ভালই করেছ গুরুচরণ। কালীচরণ সম্বন্ধে আমাদের একটা সন্দেহ ছিল, ও কাজকর্ম্ম কিছু করে না, সংসার চলে কি ক'রে?

গুরু। আজ্ঞে, একে বলে গিয়ে, মাসে আড়াই মণ ধান—কাঁচি আড়াই

মণ ধান, একটা টাকা মাইনে, ও আমি নগদ-নগদ চুকিয়ে দি। পালে পার্ব্বণে এক-আধখানা কাপড়, তাও দি।

জ্ঞানদা। চলুন দারোগাবাবু। কালীর সম্বন্ধে তা হ'লে অনেকটা সন্দেহ ঘুচে গেল।

গুরু। হুজুর, একে বলে গিয়ে, বেটা বদমাশের ঘরে কিছু পাওয়া গেল নাকি? মানে, একে বলে গিয়ে, আমাকে আবার সাবধান হতে হবে তো!

দারোগা। সে কথা বলা আমাদের নিয়ম নয় সাউজী। (সিপাহীদের প্রতি) এস, তোমরা এস।

জ্ঞানদা, দারোগা ও কনষ্টেব্‌লদের প্রস্থান

গুরু। কালী! ওরে, ওরে অ—কালীচরণ!

একটা মদের বোতল হাতে মত্ত কালীচরণের প্রবেশ

কালী। আঃ, ছি ছি ছি! তুমি কি জন্যে এসেছ? কি জন্যে এসেছ তুমি? যাও, যাও, তুমি যাও।

গুরু। যা গেল! বেটার মেজাজ দেখ না। একে বলে গিয়ে, তিরিক্ষি হয়েই আছে।

কালী। সকালবেলায় পুলিস, তার ওপর তোমার মুখ দেখলাম। আজ আর আমার রক্ষে নেই। কি? কি? কি চাই তোমার?

গুরু। বলছি, একে বলে গিয়ে, ওরা খানাতল্লাসিতে কিছু পায় নি তো?

কালী। কি পাবে?

গুরু। একে বলে গিয়ে, মানে যদি কিছু—

কালী। তোমাকে না দিয়ে লুকিয়ে রেখে থাকি। ওঃ, ওঃ, সাউজী, ইচ্ছে হচ্ছে নখে ক'রে মুণ্ডুটা তোমার ছিঁড়ে নিই।

গুরু। কালীচরণ! একে বলে গিয়ে, কালী—

পিছাইয়া গেল

কালী। সোনা রূপো যা পাই, এতটুকু টুকরো পর্য্যন্ত তোমার ঘরে তুলে দি। ফুরু তোমার চর, সে আমার আশেপাশে থাকে, তবু তুমি বলছ, আমি লুকিয়ে রাখি!

গুরু। কি বিপদ! একে বলে গিয়ে, একে বলে গিয়ে, তুই ক্ষেপে গেলি নাকি রে?

কালী। তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও! অন্ধকার রাত্রে মাথার ভেতর আগুনের হলকার মত যে নেশাটা পাক খেয়ে ওঠে, সেই হলকা পাক খাচ্ছে আমার মাথায়! তোমাকে জোড়হাত ক'রে বলছি, তুমি যাও।

টগরের প্রবেশ

টগর। সাউজী মশায়, আপনি বাড়ি যান।

গুরু। একে বলে গিয়ে, কালীকে তুই ধরিস যেন। মানে, একে বলে গিয়ে, যেন পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়ে ঘাড়ে।

প্রস্থান

কালী। আমার ফাবড়াটা টগর, আমার ফাবড়াটা?

টগর। (তাহাকে ধরিয়া) না।

কালী। আমি মানুষ খুন করি, যা পাই, সব আমি ওর ঘরে তুলে দিয়ে আসি। ও আমাকে দেয় এক ভরি সোনায় এক টাকা, এক ভরি রূপোয় দু আনা পয়সা। কাপড়-চোপড় থালা-কাঁসা ফাউ

দিতে হয়। তবু আমাকে বলে, তুই কিছু লুকিয়ে রাখিস নি তো?

টগর। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ও কাজ তুমি আর ক'রো না।

কালী। বড়-খোকাবাবুর চেন-আংটি সাউজী মজুত ক'রে রেখেছে টগর। এ কাজ ছাড়লে সেই চেন-আংটি পুলিসের কাছে হাজির করবে। তা ছাড়া, টগর, পেটের আগুনে কি দোব? তোর মুখে কি তুলে দোব?

টগর। না, উপোস ক'রে থাকব, লতাপাতা খেয়েও দিন যাবে, তবু এমন রোজগার তোমাকে করতে হবে না।

কালী। রোজগার করতে হবে না? জানিস, রোজগারের জন্যে তারাচরণ আমার ছ মাস দেশত্যাগী? লক্ষ্মীর মত বেটার বউ পেটের জ্বালায় বাপের বাড়ি চ'লে গেল? ওরে টগর, পদ্ম পেটের জ্বালায় ঘর ছেড়ে চ'লে গেল ঝুমুরের দলে—পদ্ম আমার সোনার পদ্ম!

টগর। পদ্ম, সর্ব্বনাশী, পদ্ম। পাপ পদ্ম।

কালী। পাপ পদ্ম! কিন্তু টগর-বউ, আমার মায়ের পাপ, বাপের পাপ—আঃ, ছি ছি ছি! এসব কি বলছি আমি? কই, আমার বোতল কই?

বোতল লইল

টগর। না। আর মদ খায় না। দাও, মদের বোতল দাও।

কালী। না টগর-বউ, না। আমার তারা গিয়েছে, বউমা গিয়েছে, ওরে, আমার পদ্ম কুল ছেড়েছে, বাবুরা জমি কেড়ে নিয়েছে, জ্ঞাতে জাতে ঠেলেছে, সব গিয়েছে, আছে শুধু বোতলটা। ওটা দিলে আমার কি থাকবে টগর-বউ?

টগর। তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

কালী। নে, তবে নে।

টগর। সাউজী যা করে করুক। চল, না হয় আমরা দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। পেটে খেতে না পাই, না খেয়ে মরব। তবু এ পাপ তুমি আর করতে পাবে না।

কালী। শুধু তো সাউজী নয় টগর। আরও একজন, বড়-খোকাবাবু— ওরে, সে যেন আমাকে এ পাপ ঘাড়ে ধ'রে করায় রে। কত দিন আমিও মনে করি, এ পাপ আমি আর করব না। কিন্তু থাকতে পারি না।

টগর। কি বলছ তুমি?

কালী। নিষুতি রাত্রে, ফুরু এসে আমাকে ডাকে—সাউজীর চর ফুরু আমাকে ডাকে। তুই নিথরে ঘুমোস। আমার ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। আমার মনে হয়, ফুরু এসেছে, বড়-খোকাবাবুর চর, পদ্মর সন্ধানে। বড়-খোকাবাবুও দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে। ঠিক মনে হয়। আমি পা টিপে টিপে উঠে আসি। ফুরু ডেকে দিয়ে চ'লে যায়, থাকে না; কিন্তু টগর, আমি ঠিক যেন দেখি, বড়-খোকাবাবু অন্ধকারে ছুটে পালাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যাই। তারপর সময় বুঝে অন্ধকারে ফাবড়া ছুঁড়ি। গোঙাতে গোঙাতে ছুটে যায় আমার লাঠি কেউটে সাপের মত। বড়-খোকাবাবু পড়ে। ছুটে গিয়ে আমি তাকে শেষ ক'রে যখন আংটি চেন খুঁজি, তখন দেখি, সে বড়-খোকাবাবু নয়, কে এক হতভাগা পথের মানুষ।

সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল

টগর। ও কি? কোথায় যাবে?

কালী। সন্ধ্যে হয়ে এল, মা-গঙ্গার ধার থেকে একবার ঘুরে আসি আমি। 'শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা ব'লে ডাকি।' টগর, মা-গঙ্গার জল ছুঁয়ে আসি একবার।

প্রস্থান

টগর। (জোড়হাত করিয়া) মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার তারাচরণকে ফিরিয়ে এনে দাও মা। আমি বুক চিরে রক্ত দোব মা, চুল কেটে চামর বেঁধে বাতাস দোব।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিল

সন্তর্পণে প্রবেশ করিল পদ্ম, তাহার পরণে ঘাঘরা ইত্যাদি নর্তকীর বেশ। প্রবেশ করিল আপাদমস্তক চাদরে ঢাকিয়া

পদ্ম। ভাজ-বউ !

টগর। কে ?

পদ্ম। চিনতে পারছ না ভাজ-বউ ?

সে হাসিয়া উঠিল এবং চাদর খুলিল

টগর। পদ্ম ?

পদ্ম। জী হুজুর।

টগর। তুই মর্, তুই মর্, তুই মর্ পদ্ম।

পদ্ম। বালাই, ষাট, পেট ভ'রে খেতে পেয়েছি, সাধ মিটিয়ে পরতে পেয়েছি, অঙ্গ ভ'রে গয়না পরেছি, মরব কেন ?

টগর। পদ্ম, তুই সেই পদ্ম !

পদ্ম। হ্যাঁ ভাজ-বউ, আমি সেই পদ্ম।

টগর। তোকে কোলে ক'রে আমি মানুষ করেছি পদ্ম, নইলে তোকে আজ আমি খুন করতাম।

পদ্ম। তুমি আমাকে মিছে দোষ দিচ্ছ ভাজ-বউ। কত দিন ভেবেছি, আমি মরি। কিন্তু মরতে আমার ভয় লেগেছে। মরতে পারি নি। তোমাকে বলেছি, আমাকে মেরে ফেল ভাজ-বউ, তুমিও পার নি। তবে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? লোকে আঙুল দেখিয়ে কথা বলেছে, তাও সহ্য হয়েছিল, কিন্তু পেটের জ্বালা সহ্য হ'ল না। সারাদিন না খেয়ে সেদিন রাত্রে উঠে চ'লে গেলাম। ভেবেছিলাম, ভিক্ষে ক'রে খাব। তারপর—রথে পেলাম ঝুমুরের দল, আমার রূপ দেখে তারা ডাকলে, পেট ভ'রে খেতে দিলে—আঃ ভাজ-বউ, তেমন খাওয়া আমি কোন দিন খাই নি। বেটার হাতের পিণ্ডও বুঝি এত মিষ্টি নয়!

টগর। সে পিণ্ডি খেয়ে যে নরকে তোর ঠাঁই নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন ভগবান, পদ্ম তুই সেইখানে ফিরে যা। আমাকে দুঃখ দিতে কেন তুই এলি? যা পদ্ম, তুই চ'লে যা।

পদ্ম। নরকে যারা যায় ভাজ-বউ, তারা পেরেত হয়। স্বর্গে যারা যায় তারা দেবতা হয়। মাটির মানুষকে ভুলে যায়। পেরেত তা পারে না। তাই বাদশাহী সড়ক দিয়ে দল যাচ্ছিল, দল থামিয়ে একবার না এসে পারলাম না। এইবার চ'লে যাব। দুটো কথা জিজ্ঞেস করব ভাজ-বউ। তারাচণের কি খোঁজ পাও নি?

টগর। না।

পদ্ম। ভেবো না ভাজ-বউ, সে এইবার ফিরবে। সে মালদ জেলায় আছে, সেখানে তোমার তারাচরণের কত নাম! সে মেডেল পেয়েছে। সেখানকার বড় বড় কবিয়ালকে সে হারিয়ে দিয়েছে। বর্ষা পড়েছে রথের মেলা, পূজো পর্য্যন্ত শেষ মেলা। রথের মেলা হয়ে গিয়েছে। এইবার সে ফিরবে।

টগর। তোর সঙ্গে কি তার দেখা হয়েছে পদ্ম ?

পদ্ম। (হাসিল) মাল্‌দ জেলায় দল পৌছল। পৌছেই শুনলাম, সেখানে তারাচরণ ভল্লা নাকি ভারী কবিয়াল। ভাজ-বউ, ধূলো পায়েই সঙ্গে সঙ্গে মাল্‌দ জেলা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম ভোরবেলার পেঁচার মত। ছি ভাজ-বউ, ছি! (ক্ষণিক নীরবতার পর) আর একটা কথা ভাজ-বউ—

টগর। কি ?

পদ্ম। দাদা (কথা সে শেষ করিতে পারিল না)

টগর। বল্ পদ্ম ?

পদ্ম। দাদা কি এখনও সোনার পদ্ম বলে ?

টগর। না। বলে, পাপ পদ্ম।

পদ্ম। (চোখ বন্ধ করিয়া সে ভাবিয়া লইল, তারপর মুখে তাহার হাসি ফুটিয়া উঠিল) বড় ভাল নাম দিয়েছে দাদা, বড় ভাল নাম। মায়ের পাপ, বাপের পাপ, ভাইয়ের পাপ, ভাইপোর পাপ—

টগর। পদ্ম! পদ্ম! কি বলছিস তুই ?

পদ্ম। (হাসিয়া) এই দেখ, ক্ষ্যাপা মন আমার, কি আবোল-তাবোল বকছি দেখ।

টগর। না, তুই বল্। কি পাপ করেছে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, আমার স্বামী-পুত্র ? সর্ব্বনাশী, তোর নিজের পাপ তুই পরের ঘাড়ে চাপাতে চাস ?

পদ্ম। কি পাপ ? (হাসিল) তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর উচিত ছিল, জন্মমাত্রে আমার মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলা। ফেলে নি, সেই তাদের পাপ। তোমার স্বামী-পুত্রের পাপ ? কেন, তারা আমাকে রক্ষা করতে পারলে না ? পেট ভ'রে খেতে দিতে পারলে না ?

টগর। তুই, তুই নিজে মরলি না কেন হতভাগী ?

পদ্ম। পাপ কি কখনও নিজে মরে ভাজ-বউ ? না, মরতে পারে ? মরণকে যে তার ভয়। পাপকে মারতে হয়। তুমি—তুমিও তো আমাকে মেরে ফেলতে পারলে না ভাজ-বউ।

টগর। চুপ কর্ পদ্ম, চুপ কর্।

পদ্ম। যাবার সময় তোমাকে একটা পেনাম করব ভাজ-বউ ? ভাজ-বউ ব'লে নয়। কত দুঃখ স'য়েও তুমি পাথরের মত তেমনই আছ—পেটের ভাতের দুঃখু, পরনের কাপড়ের দুঃখু, দাদার মত মরদ তোমার, সেই মরদ—

টগর। বেরিয়ে যা পদ্ম, তুই বেরিয়ে যা। তোর পায়ে পড়ি—

পদ্ম। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া উভয়ে) যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। দাদা আসছে। একটা কথা ভাজ-বউ, কিছু টাকা আমি এনেছিলাম।

টগর। না না না !

পদ্ম। দাদাকে যেন ব'লো না ভাজ-বউ, দাদাকে যেন ব'লো না। আমি যাচ্ছি।

চাদরটা মুড়ি দিয়া দ্রুত লঘুপদে সে বাহির হইয়া গেল

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাবড়া অর্থাৎ হাত দেড়েক লম্বা ভারী লাঠি ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তে ছুটিয়া আসিল কালী। সে আবার ফাবড়াটা তুলিয়া লইল। টগর তাহাকে ধরিল

টগর। না না, ওগো কি করছ তুমি ?

কালী। আমি চিনেছি টগর, আমি চিনেছি। ওরে, ফাবড়া ছুঁড়তে হাতটা আমার থরথর কেঁপে গেল। এখনও আমি কাঁপছি। নয় টগর ?

টগর। ব'স ব'স, তুমি ব'স।

কালী বসিল

কালী। টগর, মায়াতে আমার হাত কেঁপে গেল।

টগর। ঠাণ্ডা হও, ওগো, তুমি ঠাণ্ডা হও।

কালী। পদ্ম, আমার সোনার পদ্ম—

টগর। ওগো, পদ্ম আমাদের তারাচরণের খবর দিয়ে গেল গো।

কালী। তারাচরণ! তারা!

টগর। হ্যাঁ। মাল্‌দ জেলায় তার নাকি এখন কত নাম! বড় বড় কবিয়ালকে সে হারিয়ে দিয়েছে।

কালী। "যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।" লাঠিয়াল দাঙ্গাবাজ খুনে ভল্লার ছেলে কবিয়াল তারাচরণ।

টগর। সে নাকি সেখানে মেডেল পেয়েছে!

কালী। মেডেল পেয়েছে? ওরে টগর! আমার পদ্মকে তুই ফিরিয়ে আন। তারাচরণ ফিরে আসুক, আমরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। দেশান্তরে ঘর বাঁধব। আমার নাম কেউ জানবে না, পদ্মর নাম কেউ জানবে না, কবিয়াল তারাচরণের বুড়ো বাপ। তারাচরণ আমার রোজগার ক'রে আনবে, আমরা দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাব।

টগর। রথের মেলা ও অঞ্চলে বর্ষা পর্য্যন্ত শেষ মেলা। এইবার আমার তারাচরণ ফিরবে।

কালী। টগর, তুই তারাচরণের সেই গানটা জানিস রে? সেই ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত রত্নাকর মহামুনি হ'ল—জানিস তুই? আমি, টগর, দিনরাত তেমনই ক'রে নাম জপ করব।

নেপথ্য হইতে গলা ঝাড়ার শব্দ হইল। ফুরুর গলার শব্দ। পরমুহূর্ত্তে ফুরুর মুখ উঁকি মারিল এবং অদৃশ্য হইল

কালী। (মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল) আঃ—আঃ! ছি—ছি—ছি!

টগর। ওগো! ওগো!

ফুরু। (নেপথ্যে) কালীদা! কালীদা!

টগর। না না, তুমি যেতে পাবে না।

কালী। আজ আমি জেগে আছি টগর। তবু তুই আমাকে ধর্।

টগর তাহাকে ধরিয়া বসিল। রঙ্গমঞ্চের অন্ধকার গাঢ়তর হইল। আবছা আলোয় দেখা গেল, কালী টগরের বাহুবন্ধনের মধ্যে শিশুর মত পড়িয়া আছে; সেও টগরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে

তারাচরণ, আমার কবিয়াল তারাচরণ ফিরে আসবে। টগর, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠাব, সে আমার লক্ষ্মী-মা বউমাকে নিয়ে আসবে। আমি যাব, নিজে যাব টগর, পদ্মর সন্ধানে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

ফুরু। (নেপথ্যে) কালীদাদা!

উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইল

কালী। (অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) টগর টগর! এ দেশ থেকে চ'লে যাব। বাবুরা নাই, সাউজী নাই, জাত নাই, জ্ঞাত নাই, সেই দূর দেশান্তরে গিয়ে ঘর বাঁধব। কবিয়াল তারাচরণের বাপ, বুড়ো বাপ, দিনরাত নাম জপ করব। দিনরাত (আর্ত্ত গভীর স্বরে) বলব, ঠাকুর দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর দয়াময়। ঠাকুর রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, অন্ধকার রাত পুইয়ে দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। (ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিল। পাখী ডাকিল।) আঃ!

ঠাকুর! দয়াময়! আঃ! ওরে টগর, আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দে তো। চোখ থেকে বড্ড জল পড়ছে—বড্ড।

টগর তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল। নেপথ্য হইতে ডাকিল তারাচরণ

তারা। (নেপথ্যে) মা! পদ্মপিসী!

কালী। কে? কে?

টগর। তারা—তারাচরণ! আমার তারামানিক, তুই ফিরে এলি?

তারাচরণের প্রবেশ। তাহার পরণে পরিচ্ছন্ন কাপড়, চুলগুলি পরিপাটি। গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর

তারা। আমি ফিরে এসেছি মা। বাবা!

কালী। তারাচরণ! তারাচরণ! তুই আমার তারাচরণ! আর ভাবনা নেই টগর, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে।

তারা। এবার পাঁচটা মেলায় পাঁচজন কবিয়ালকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। তিন জায়গায় মেডেল পেয়েছি। এবার আমি রোজগার ক'রে ফিরে এসেছি।

কালী। জয় গুরু! জয় গুরু! টগর, আমি মদ নিয়ে আসি। পাড়ার লোককে ব'লে আসি, তারাচরণ আমার ফিরে এসেছে, তারাচরণ আমার মেডেল পেয়েছে।

যাইতে যাইতে সে ফিরিল

আহা, তোর সেই গানটি কি রে তারাচরণ—সেই গানটি?

তারা (হাসিয়া) তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বট বাবা।

কালী। ওরে শূয়ারকি বাচ্চা, আমি ক্ষ্যাপা?

তারা। তা ছাড়া আর বলি কি বল?

কালী। কেন রে হারামজাদা, কেন?

তারা। কেন? ধর, দুশো-পাঁচশো গরুর পাল, তুমি বললে সেই গরুটি ধ'রে আন। এখন আমি সেই গরুটি কোন্‌টি ঠাওর করি কি ক'রে বল?

(ছড়ায়) "আহা, আমি গান শিখেছি তোমার কত শত
তার মাঝে হায়, কেমনে পাই, সেইটি তোমার মনের মত?"

বলি, একটু নিশেনা দাও।

কালী। বটে, বটে, ঠিক বলেছিস তুই। ওরে সেই গানটি। সেই ঠ্যাঙাড়ে বামুন রত্নাকর শেষে মুনি হ'ল। সেই যে—

তারা। ও! "রামনাম থাকিতে ভবে ভয় কি রে মন শুনি?
চোর-ঠ্যাঙাড়ে রত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।
যেনা-তেনা মুনি নয় মন, মহাকবি মহামুনি।"

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, "যেনা-তেনা মুনি নয় মন, মহাকবি মহামুনি; চোর ঠ্যাঙাড়ে রত্নাকর সে নাম জপিয়ে হ'ল মুনি।" বাঃ বাঃ! শুনলি টগর, শুনলি? প্রথম কলিটা কি?

তারা। নাঃ, তোমার স্মরণশক্তি একেবারে নেই বাবা। "রামনাম থাকিতে ভবে ভয় কি রে মন শুনি?"

কালী। ঠিক ঠিক, "ভয় কি রে মন শুনি?" "ভয় কি রে মন শুনি?" জয় গুরু!

প্রস্থান

তারা। (এতক্ষণে মায়ের দিকে চাহিয়া) মা! এ কি মা, তুমি এমন কাঠের মত দাঁড়িয়ে কেন মা? এ কি, তোমার চোখে জল? পদ্ম পিসী কই? জয়া কই মা?

টগর। জয়া আছে তারাচরণ, সে ভালই আছে।

তারা। মা, এই দেখ তার জন্যে আমি মেডেল দিয়ে মালা গড়িয়ে এনেছি। মা, পোষ সংক্রান্তির দিন খালি হাতে বাড়ি ফিরছিলাম। এদিকে বাড়িতে তোমাদের খাওয়া হয় নি, পোষপার্ব্বন হয় নি। জয়া গরব ক'রে পথে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি রোজকার ক'রে আনব, সেই রোজকারে ঘরে আমাদের পোষপার্ব্বণ হবে। আমি খালি হাতে ফিরেছি শুনে সে যেন ক্ষেপে গেল, আমাকে বললে, আমাকে পেট ভ'রে খেতে দে, সাধ মিটিয়ে পরতে দে, গোরো গায়ে গয়না দে', তোর রোজকারের গরবে আমাকে গরব করতে দে। নইলে তুই কিসের সোয়ামী? মা, প্রতিজ্ঞা ক'রে সেইখান থেকে ফিরেছিলাম। মেডেল দিয়ে তার জন্যে মালা গাঁথিয়ে এনেছি। এই দেখ।

মালা বাহির করিয়া সে ধরিল

ডাক মা, তাকে ডাক।

টগর। জয়া বাপের বাড়ি গিয়েছে বাবা।

তারা। বাপের বাড়ীতে? মা, কেন মা?

টগর। ওরে, তুই ব'স, মুখে হাতে জল দে, একটু জল খা।

কলসী হইতে জল ঢালিল। ঘর হইতে মাটীর পাত্রে একটু খাবার আনিল

তারা। ও! তবে পদ্ম-পিসীকে নিয়ে যে গোলমাল করেছিল শ্বশুর, সে মিটে গিয়েছে? আঃ! পিসী কই মা? পদ্ম-পিসী?

টগর। তারাচরণ, তার নাম তুই করিস নি। সে সর্ব্বনাশীর নাম আর করিস নি।

তারা। কেন মা? আবার কি হয়েছে?

টগর। তুই আগে জল খা, তারপর—

তারা। তবে কি সে বড়-খোকাবাবু—

টগর। ওরে, চুপ কর, ও নাম করিস নি। সে নেই। সে মরেছে।

তারা। মরেছে?

টগর। তোর বাপ তাকে, নিজের হাতে তাকে খুন করেছে।

তারা। (আতঙ্কিত হইয়া) খুন!

টগর। হ্যাঁ। সর্ব্বনাশী পদ্ম। পাপ পদ্ম। তার জন্যেই আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল। ওরে, তারই জন্যে তোর বাপ বড়-খোকাকে খুন করলে। আর সেই হতভাগীই মুখে চুন-কালি দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল ঝুমুরের দলে। তারাচরণ, দুঃখের কথা কি বলব রে, তোর বাপ বড় খোকাবাবুকে ঠ্যাঙাড়ের মত ঠেঙিয়ে মেরেছিল; সেই অবধি তারও হয়েছে সেই ব্যবসা। সে এখন রাত্রে পথের ওপর ঠেঙিয়ে—

তারা। মা! মা! কি বলছ মা?

টগর। বউমা আমার কিছুতে এ সইতে পারলে না। সে বললে, ঠাকরুন, বড় সাধ ক'রে তোমার ছেলের গলায় মালা দিয়েছিলাম, সে কবিয়াল; আমার নিজের বাপ ভাই ডাকাতি করে, তাদের আমি ঘেন্না করি; আমার অদৃষ্টে আমার শ্বশুর—। সে আর সইতে পারলে না। চ'লে গেল।

সে স্তব্ধ হইল

তারা। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ম্লান হাসি হাসিল) সীতারাম! সীতারাম! ওঃ, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলে, রত্নাকর মুনির গানটা কি?

টগর। তারাচরণ!

তারা। কিন্তু বাবা রামনাম একবারও বললে না! শুধু বললে, "ভয় কি রে মন শুনি!" উঃ, রাত্রে পথের উপর অসহায় পথিক—উঃ!

টগর। উঃ, সে কি চীৎকার তারাচরণ! ওরে, সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। বউমা আমার রাত্রে ঘুমুতে পারত না। নিষুতি রাত্রে মানুষের মরণ-চীৎকার ভেসে আসত। সেও চীৎকার ক'রে উঠত, আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলত, ওগো ঠাকুরন, এ তারই গলা, এ তারই গলা—তোমার ছেলের গলা।

তারা। সেই হ'লেই ভাল হ'ত, ঠিক হ'ত, ভগবানের বিচার নিখুঁত হ'ত।

টগর। ওরে তারাচরণ, না না। এ তুই কি বলছিস?

তারা। ঠিক বলছি মা। বাবার প্রাশ্চিত্তির হ'ত।

টগর আতঙ্কিত বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

তার। মা! আমি চললাম মা!

টগর। তারাচরণ!

তারা। বাবাকে ব'লো, যে মানুষগুলো মরেছে, তারই মধ্যে তার তারাচরণও ছিল। সে মরেছে। যে এসেছিল, সে তার প্রেত।

প্রস্থান

টগর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মদের বোতল হাতে মত্ত কালীচরণ প্রবেশ করিল

কালী। "যে যাবার সে যাক সই রে, আমি তো যাব না জলে।" আমি সব শুনেছি টগরবউ, আমি ফেরাতে যাব না। আমি যাব না।

ফুরু (নেপথ্যে)। কালীদাদা !

কালী। কে ফুরু, আয়, আয় ফুরু. তুই আয়। মদ নিয়ে আয়।
কাল রাত্রে আর কিছুতে ঘুম ভাঙল না ফুরু।

টগর এইবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। তাহার হাতে খাবারের থালা ও গেলাস

টগর। ওরে তারাচরণ, ফিরে আয়—ফিরে আয় !

কালী। (লাফ দিয়া গিয়া টগরের হাত চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে থালা ও গেলাস মাটিতে পড়িয়া গেল) না। তুই ফিরে আয় টগর। ফুরু, মদ নিয়ে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জয়ার বাপের গ্রামের প্রান্তস্থিত পথ

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ও পারিপার্শ্বিক

ঘড়া কাঁখে লইয়া জয়া প্রবেশ করিল। ঘড়াটি রাখিয়া সে ঘড়ার উপর বসিল এবং আপন মনে গান ধরিল

গান

থির দিঠিতে ওরে নিঠুর তোর পথের পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে।
আমার সাধের চোখের কাজল যায় ধুয়ে রে জলের ধারা বয়ে।
বকুলফুল সে ঝরল ফুটে ফুটে
কেয়াফুলের বাস বাতাসে ওটে
(আমি) নিতুই নতুন ফুল তুলি আর কাঁদি হায় রে বাসী ফেলে দিয়ে।
আষাঢ় মাসের আকাশে রে মেঘ জমেছে ডাকছে গুরু-গুরু।
আঙিনারই শ্যামলতাটি লুটিয়ে ভুঁয়ে কাঁপছে দুরুদুরু।
নতুন মেঘে বাদল এল নেমে
'ফটিক জলে'র কান্না গেল থেমে,
নয়ন আমার শরম মানে না তাই—
গাঙের জলে দিই যে মিশাইয়ে॥

গান-শেষে কাপড়ে চোখ মুছিয়া জয়া ঘড়াটি তুলিয়া লইল এবং অগ্রসর হইল; সম্মুখ দিক হইতে ছুটিয়া আসিল প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কালো মেয়েটী

কা-মে। জয়া! এই যে জয়া!

জয়া। মরণ! কে বললে তোকে জয়া মরেছে?

কা-মে। বালাই ষাট, মরবি কেনে?

জয়া। তবে জয়া জয়া ব'লে হাঁপাতে হাঁপাতে এত ছুটে আসছিস কেন?

কা-মে। ওগো সই, তোর বর—বর।

জয়া। কে?

কা মে। কবিয়াল, তোর বর, আমার সয়া। একদিন আমি সয়া ধ'রে সইকে দিয়েছিলাম, আজ আবার আমি তাকে পেরথম দেখলাম। সে আসছে। ওই—ওই। ওই দেখ সই, ওই দেখ।

তারাচরণ প্রবেশ করিয়া জয়াকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

তারা। জয়া!

জয়া কোন কথা বলিতে পারিল না

তারা। জয়া, আমি ফিরে এসেছি জয়া!

কা-মে। কথা বলিস না জয়া, কথা বলিস না। কিছুতে কথা বলিস না তুই। ছ মাস আজ খোঁজ নাই, খবর নাই, হঠাৎ নটবর এসে বলছে, জয়া, আমি ফিরে এসেছি।

তারা। তোমাকে ভাই, আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। ও, তুমি সেই কালো মেয়ে, সেই নীলপরী, নয়?

কা-ম। ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি যে, সয়া আমায় শেষ পর্য্যন্ত চিনেছে। তারপর? কি মনে ক'রে?

তারা। ধর, তোমাকে মনে ক'রে। তোমার সইয়ের সয়াকে মনে ক'রে—

কা-মে। কাকে?

তারা। মানে, তোমার তাকে। তোমাদের একবার দেখতে এলাম।

কা-মে। মিছে কথা।

তারা। "ভাল কথা বললে মিছে সত্যি ব'লেই মেনো সই।
ফাউ যদি হয় ফাঁকিই তবু লাভ না থাক লোকসান কই ?"

কা-মে। ভাল, তাই মেনেই নিলাম। তা হ'লে সয়া, তোমার আর সইয়ের কিন্তু আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন। আমি যাই, খবর দেই গে তোমার শ্বশুর-বাড়িতে। নেমন্তন্নের কথাও ব'লে যাই।

যাইতে যাইতে ফিরিল

মানভঞ্জনের পালাটা তুমি এই পথেই সেরে নাও।

প্রস্থান

তারা। জয়া! (জয়া নীরব) জয়া।

জয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিল

জয়া। তুমি এত বড় পাষাণ! আমার একটা কথা শুনে তুমি দেশ-ত্যাগী হ'লে ? ওগো, সেই চ'লে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ যে তুমি করেছ, তুমি জান না।

তারা। জানি জয়া, সব জানি। আমি বাড়ি থেকেই আসছি। আমি শুনেছি।

জয়া। শুনেছ ?

তারা। শুনেছি। শুনে চিরকালের মত বাপ-মা-বাড়ি সব ছেড়ে আমি চ'লে এসেছি। আর সেখানে আমি ফিরব না।

জয়া। না না, এখানে নয়। ওগো, এখানে লোকে পদ্ম-পিসীর কথা

নিয়ে ঠাট্টা করে। জাত-জ্ঞাতের ভয়ে বাবা আমাকে আলাদা করে রেখেছে।

তারা। তোকে নিয়ে আমি দেশান্তরে চ'লে যাব! ছোট একখানি ঘর বাঁধব। পুণ্যের সংসার। আমি কবিয়ালি ক'রে যা আনব, তাতে দুঃখের ভাত সুখে শান্তিতে দুজনে খাব। উঠোনে পুঁতব একটি তুলসী গাছ, তুই সকাল-সন্ধ্যে জল দিবি, পিদিম দিবি, আর আর আমি গান লিখব। (জয়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছল) তুই কাঁদছিস জয়া?

জয়া। ওগো, এ জল আজ আমার চোখে আশ্বিন মাসের মেঘের জল। আজ ছটা মাস আমার চোখে নেমেছিল শাওনের বাদল।

তারা। আমি বুঝি তোর আশ্বিনের চাঁদ?

জয়া। হ্যাঁ গো। তুমি তো তা বোঝ না। মিছেই তুমি কবিয়ালি কর। আমার বুকফাটা দুখের একটা কথায় তুমি চ'লে গেলে। আমার সে জ্বালা কি আমার নিজের পেটের জ্বালা? উঃ, সে কি দিন। শ্বশুর-শাশুড়ী পিসেস, কারু খাওয়া হয়নি, ঘরে ঘরে পোষ-পার্ব্বণ হল, শুধু আমাদের ঘরে হ'ল না।

তারা। চুপ কর্ জয়া। বাবা, মা, পদ্ম-পিসীর কথা মনে হ'লে আমার মনে হয়, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক।

জয়া। না না, ও কি বলছ তুমি?

তারা। উঃ জয়া, বাবা আমার মাটির পৃথিবীতে সোনার মানুষ, সেই মানুষ, হে ভগবান, এ কি মতি তুমি বাবাকে দিলে?

জয়া। ওগো, বাবা-মাকে তুমি নিয়ে চল যেখানে যাবে।

তারা। তুই বলছিস তাই?

জয়া। হ্যাঁ বলছি। আহা, পদ্ম পিসীও যদি থাকত!

তারা। পথে আসতে আসতে কত বার তাই ভেবেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তাই করব জয়া।

নেপথ্যে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিল

অর্জ্জুন। (নেপথ্যে) বোম কালী, কলকাত্তাওয়ালী ; উঠো মুসোফের, চালাও পানসী।

সঙ্গে সঙ্গে ঢোলকের শব্দ হইল

জয়া। দাদা আসছে। সঙ্গে একটা মেয়ে, ওগো আমি যাই, নদী থেকে জলটা নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ আমাদের বাড়িতে যাও। বাবার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।

তারা। না, চল, তোর সঙ্গেই যাই। একসঙ্গেই ফিরব।

জয়া। না। সে আমার লজ্জা করবে। লোকে বলবে—

তরা। না হয় বলবে, লোকটা পরিবারকে বেজায় ভালবাসে, চোখের আড়াল করতে পারে না, তা বলুক।

জয়া। তা কেউ বলবে না গো, শত্তুরেও বলবে না। ছ মাস আজ কাকের মুখে বার্ত্তা নেই, আজ এসেই কি-না উনি আমাকে চোখের আড়াল করতে পারছেন না!

তার। তোর এই নাক তুলে কথা কওয়াটি আমার বড় ভাল লাগে জয়া।

"ও তোর চাউনি বাঁকা মুচকি হাসি আমি তারে সইতে পারি,
তুই নাক তুলে কথা ক'স তাতেই আমি মরি সখি
তাতেই আমি মরি।"

জয়া। ভারী বেহায়া তুমি। আসবে তো এস।

তারা। হুঁ। মনে মনে ষোল আনা ইচ্ছে যে, সঙ্গে আমি যাই।

জয়া। আঃ, দাদারা আসছে।

সে প্রস্থান করিল, সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণও চলিয়া গেল

প্রবেশ করিল জয়ার ভাই অর্জ্জুন, তাহার সঙ্গে দুই সঙ্গী, নাচওয়ালীর বেশে পদ্ম ও একজন ঢোলকদার

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন বাগদীর দোর দিয়ে গাওনা না গেয়ে তোমরা চ'লে যাবে, সে হবে না।

পদ্ম। গাওনা করতে কি আমরা নারাজ নাগর? তবে জান তো, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। মুঠো ভ'রে পয়সা দাও, নাচ গান যা বলবে, তাই করব। আমি তোমার চরণের দাসী।

অর্জ্জুন। পয়সা?

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল

পদ্ম। ওগো বাগদীর পো, হাসিতে তো আমার পেট ভরে না। বঁধু, পেট না ভরলে মন ভরে না।

অর্জ্জুন। জানি গো ঝুমুরওয়ালী। কিন্তু পয়সার কারবার তো আমার নেই।

পদ্ম। (অঞ্চলতল হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া) আ ম'লো। তাই বলি, অঙ্গে আমার বিঁধছে কিসে?

অর্জ্জুন। (হাসিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া) আমার কারবার টাকার।

পদ্ম। দাও দেখি নাগর কেমন দাতা।

। (দাঁতে টাকাটা কামড়াইয়া ধরিয়া) নাও।

পদ্ম হাসিয়া অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিবর্ণ মুখে পিছনের দিকে পিছাইয়া থামিল

পদ্ম। কে? কে? কে? কে?

বিপরীত দিকে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি তারাচরণ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল

অর্জ্জুন। আরে! কবিয়াল, তুমি কখন হে? আজ ছ' মাস পরে—

তারা। পদ্ম-পিসী!

পদ্ম। না না না।

সে ছুটিয়া পলাইল

অর্জ্জুন। এই! এই।

সে অনুসরণে উদ্যত হইল, তারাচরণ বাধা দিল

তারা। না।

অর্জ্জুন। ও, ওই তোমার পদ্ম-পিসী বুঝি?

সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও হাসিয়া উঠিল

তারা। তুমি হেসো না অর্জ্জুন। আমারও রক্তমাংসের শরীর।

অর্জ্জুন। তুমি এখান থেকে ফের, আমাদের বাড়ি তুমি এস না কবিয়াল। আমরা জাত-জ্ঞাত নিয়ে ঘর করি।

ভীমভল্লার প্রবেশ

ভীম। আমি জানব জয়া আমার বিধবা। তুমি ফিরে যাও তারাচরণ। আমি আসতে আসতে সব দেখেছি।

তারা। সব দেখেছেন?

ভীম। হ্যাঁ, দেখেছি। ঝুমুরওয়ালী পদ্মকে আমি দেখেছি।

তারা। যেদিন বাবুরা জমি কেড়ে নিয়েছিল, পদ্ম-পিসী যেদিন খেতে

পায় নি, পেটের জ্বালায় যেদিন সে ছটফট করেছিল, সেদিন তাকে আপনি দেখেছিলেন ?

ভীম নীরব

তারা। যাক। আমি চললাম।

ভীম। তারাচরণ!

তারা। জয়াকে বলবেন, তার জন্য আমি বাড়িতে অপেক্ষা ক'রে থাকব।

ভীম। শোন তারাচরণ, তুমি একটা প্রাশ্চিত্তির ক'রে আমার এইখানেই থাক, আমি—

তারা। সেই মনে ক'রেই এসেছিলাম। কিন্তু না। বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। আমি সেইখানেই ফিরে যাচ্ছি।

প্রস্থান

ভীম। অর্জ্জুন, সাবধান, এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে—কাকে-কোকিলে না।

জয়ার ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

জয়া। বাবা! তোমার জামাই ?

ভীম। সে ফিরে গেল জয়া।

জয়া। ফিরে গেল ?

ভীম। তোর পিসশাশুড়ী পদ্ম—

জয়া। দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু তোমার জামাই কোথা গেল ?

ভীম। বাড়ি ফিরে গেল। আমিই তাকে ফিরিয়ে দিলাম। জ্ঞাত-জ্ঞাতের কাছে আমি মাথা হেঁট করতে পারব না।

জয়া। কি করলে বাবা? সামনে যে রাত্রি। অন্ধকার। আজ যে আমাবস্যে। ওগো! তুমি যেও না—যেও না—ওগো—

ঘড়াটা নামাইয়া দিয়া তারাচরণ যেদিকে গিয়াছিল চলিয়া গেল

(নেপথ্যেও তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল) যেও না—যেও না—ওগো—

অর্জ্জুন। জয়া! জয়া!

ভীম। চ'লে গেল! যাক। ডাকিস নি। বাড়ি আয়। মনে করিস, জয়া ম'রে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

জঙ্গলাবৃত পথ, অমাবস্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন

আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি; মধ্যে মধ্যে বাতাসের শব্দ বহিয়া যাইতেছে। মাথার উপর মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে একটা পেঁচা। স্থানটি জনবিরল মনে হইলেও এক সময় দেখা গেল, একটি বৃক্ষকাণ্ডের পাশে একটি মানুষ, সে মদের বোতল তুলিয়া তাহাতে চুমুক দিল। আবার পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় বাহির হইতে চাপা গলায় ওই পেঁচার স্বরের মতই স্বরে ডাকিল

ফুরু। (নেপথ্যে) কালীদা!

সে পিছু হটিতে হটিতে প্রবেশ করিল

ফুরু। হুঁ। কালীদা!

ফুরু। আসছে।

কালী। (ফুরুর মুখের দিকেই চাহিয়া বলিল) আঃ, তোর মুখখানা কি বিশ্রী ফুরু! আঃ।

ফুরু। ওই—ওই—ওই দেখ। অন্ধকারে সাদা মত নড়ছে।

বলিয়া সে কালীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কালী স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলিয়া গেল। কালী কিছুক্ষণ পর ফাবড়াটা তুলিয়া শিকারোদ্যত বাঘের মত ভঙ্গিতে নিঃশব্দ সতর্ক পদক্ষেপে আগাইয়া গেল। এবং 'আ' বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুরু প্রবেশ করিল, সে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে চাহিয়া রহিল

তারাচরণ। (নেপথ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ!

কালী। (নেপথ্যে হিংস্রভাবে উচ্চতর চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ!

তারা। (নেপথ্যে) বাবা! আঃ!

কালীচরণ প্রবেশ করিল, হাতে মেডেলমালা, তারাচরণের চাদর। পেঁচাটা ডাকিয়া উঠিল। ওদিক হইতে প্রবেশ করিল টগর উদ্‌ভ্রান্তের মত

টগর। কে, কার গলা? কে চীৎকার করলে?

কালী। (চাপা বিকৃত স্বরে) কে?

সে চমকিয়া উঠিল

টগর। তুমি আমার কাপড়ের গিঁঠ খুলে উঠে এসেছ? কিন্তু ও কে—কে চীৎকার করলে, সেই—

কালী। ওঃ! টগর! হ্যাঁ, উঠে এসেছি। ফুরু ডাকলে। টগর, আজ বড়-খোকাবাবুকে পেয়েছি।

টগর। ছি! ছি! ছি!

কালী। আঃ! আঃ! টগর!

টগর। তোমাকে নয়, আমার ভাগ্যকে, আমার এই পোড়া ললাটকে আমি ছি-ছি করছি। ওগো, তোমার ওই বাঁশের লাঠি দিয়ে আমার কপালটা চেলা ক'রে ভেঙে দিতে পার? একবার দেখি, সেখানে কি লেখা আছে? কিন্তু ও কার গলা গো?

কালী। তার—বড়-খোকাবাবুর। (মেডেলমালা ও চাদরখানা বাড়াইয়া ধরিয়া) এই দেখ, তার চেন। এই দেখ। এইগুলো আগে ধর, জল দে আমার হাতে, জল দে।

টগর। একি?

কালী। ধর—ধর।

টগর। এ যে—এ যে মেডেলমালা, এ—এ যে তারই চাদর! হ্যাঁ হ্যাঁ, এ যে তারই চীৎকার!

কালী। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি? কার?

টগর। তারা-চ-র—ণের! তারা—চর—

কালী। (মুখ চাপিয়া ধরিল) চুপ, চুপ। হ্যাঁ, সে একবার ডেকেছিল, 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল। আমার ঠিক মনে হ'ল বড়-খোকাবাবু ডাকছে কর্ত্তাবাবুকে।

অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল জয়া, সে বাঘিনীর মত প্রায় লাফ দিয়া কালীর গলার নলি টিপিয়া ধরিল

জয়া। রাক্ষস! রাক্ষস! তুই রাক্ষস!

কালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে টগরের মুখ ছাড়িয়া দিল

টগর। বউমা!

জয়া। খুনে! খুনে! খুনেকে আজ আমি খুন করব।

টগর। বউমা! বউমা! তোমার পায়ে ধরি। বউমা!

জয়া। (ছাড়িয়া দিল) না না না। তোকে পুলিসে দোব। ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।

কালী জয়ার হাত চাপিয়া ধরিল। জয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইল এবং নিষ্ঠুরভাবে হাসিয়া উঠিল

জয়া। ফাঁসি! ফাঁসি! ফাঁসি!

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

কালী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল

টগর। উঃ!

বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আদালতের বারান্দা

সরকারী উকিল ও পূর্ব্ব-পরিচিত দারোগা

দারোগা। কালীচরণ তো স্বীকার করেছে, তবে আবার সাক্ষীর হাঙ্গামা করছেন কেন স্যর্?

উকিল। সে শুধু বলেছে আমি খুন করেছি। এ ছাড়া সে একটি কথাও বলে নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এ খুন সে খুন করবার উদ্দেশ্যেই করেছে। এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।

দারোগা। সাক্ষী তো আমাদের একটি স্যর্—তারাচরণের স্ত্রী।

উকিল। তার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর হতে পারে না দারোগাবাবু। সে নিজ চোখে সমস্ত দেখেছে। আপনি যান তাকে একটু জলটল খাইয়ে সুস্থ করুন। টিফিনের পরই সাক্ষীর তলব হবে।

প্রস্থান

জ্ঞানদাচরণের প্রবেশ

জ্ঞানদা। এই যে দারোগাবাবু

দারোগা। জ্ঞানদাবাবু? কিছু বলছেন?

জ্ঞানদা। ফকুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না দারোগাবাবু?

দারোগা। হুলিয়া পাঠিয়েছি। কিন্তু এরা পড়ল কই?

জ্ঞানদা। কিন্তু গুরুচরণ সাউকে এ মামলায় আপনারা আসামী করলেন না কেন ?

দারোগা। প্রমাণ কই বলুন ? গুরুচরণ এমন ভাবে কাজ করেছে যে, এক বিন্দু প্রমাণ কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একবার তারাচরণের স্ত্রীকে দেখি। এখুনি সাক্ষীর তলব হবে।

প্রস্থান

জ্ঞানদাচরণ বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই দিক হইতে প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসীবেশী ধনদাপ্রসাদ

জ্ঞানদা। আপনি ?

ধনদা। জ্ঞানদা ?

জ্ঞানদা প্রণাম করিল, ধনদা মাথায় হাত দিলেন

জ্ঞানদা। আপনি কেন এলেন ?

ধনদা। কালীচরণ নিজের ছেলেকে খুন করেছে, তার বিচার হচ্ছে ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ।

ধনদা। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখলাম। দেখে না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আপনি না এলেই ভাল করতেন।

ধনাদা। ভাল-মন্দ বিচারটা বৈষয়িক বুদ্ধি জ্ঞান; সংসারের সঙ্গে ও বুদ্ধিটাও বিসর্জন দিয়েছি।

জ্ঞানদা। কালীকে কি আপনি রক্ষা করতে চান ?

ধনদা। করতে আমি কিছুই চাই না। তবু আমি না এসে পারলাম না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এইখান থেকেই ফিরুন।

ধনদা। কেন জ্ঞানদা?

জ্ঞানদা বিচারের সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠবে—

ধনদা। পদ্মর কথা বলছ?

জ্ঞানদা নীরব হইয়া রহিল

ধনদা। পদ্মর কথা স্বীকার করবার জন্যেই আমি এসেছি জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। সে কথা তো সমস্ত লোকেই জানে।

ধনদা। না, জানে না। তুমিও জান না। জান অর্দ্ধ সত্য। পূর্ণ সত্যকে প্রয়োজন হ'লে সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করতে হবে আমাকে। আমিত ফিরে যেতে পারব না।

জ্ঞানদা। আমি আপনাকে মিনতি করছি—

ধনদা। ও অনুরোধ ক'রো না জ্ঞানদা, সে হয় না।

জ্ঞানদা। কালীচরণের উপর এত মমতা কেন?

ধনদা। মমতা কালীচরণের ওপর নয় জ্ঞানদা। মমতা রায়-বংশের ওপর। রায়-বংশের জন্যেই চিন্তিত হয়ে আমি এখানে এসেছি।

জ্ঞানদা। রায়-বংশের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি বাবা? দাদার মৃত্যুতে—

ধনদা। প্রমদার মৃত্যুর কথা তুমি জান?

জ্ঞানদা। আপনি বলুন, তাতেও কি রায়-বংশের পাপ-মুক্তি হয় নি?

ধনদা। না, হয় নি।

জ্ঞানদা। বাবা!

ধনদা। শুনে সহ্য করবার যদি সাহস থাকে তবে আদালতে এস। নইলে আমার অনুরোধ, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—চুপ! চুপ! সব চুপ!

আমি যাই জ্ঞানদা। বিচার বোধ হয় আরম্ভ হ'ল। তুমি বাড়ী ফিরে যাও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল ও দ্রুত প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

দায়রা জজের আদালত। জজ, জুরী, উকিল ও আদালতের কর্ম্মচারী। কাঠগড়ায় কালীচরণ নিস্পন্দ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সাক্ষীর কাঠগড়া তখনও শূন্য। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে জয়া। সরকারী উকিল বক্তৃতা করিতেছে। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, কনষ্টেবল প্রভৃতি।

কালীচরণের চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; মুখে চোখে অপরিমেয় শীর্ণতা, তাহার দৃষ্টি শূন্য।

ধনদাপ্রসাদ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন

সরকারী উকিল। ইওর অনার, গত ২৫এ আষাঢ় এই কালীচরণ বাগদী তার অভ্যাস মত অপেক্ষা করছিল অন্ধকার রাত্রির আবরণে পথের ধারে; সেই সময় এসে পড়ে তার নিজের ছেলে তারাচরণ বাগদী, নরঘাতকের পৈশাচিক নেশায় উন্মত্ত হয়ে কালীচরণ তারাচরণকে হত্যা করেছে। বিচার শেষ হবার পূর্ব্বে শাস্তির কথা উল্লেখ করবার অধিকার আমার নেই জানি, কিন্তু তবু আমি উল্লেখ না ক'রে পারছি না যে সভ্যতার অভিনব বিবর্ত্তনের ফলে যে সমস্ত দণ্ড আজ নিষ্ঠুর নৃশংস ব'লে রহিত হয়েছে, সেই শাস্তিও আজ যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তবুও এ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ডাকাতি রাহাজানি নরহত্যার অপরাধে, অপরাধীর শরীরকে দ্বিধা-বিভিন্ন ক'রে প্রকাশ্য রাজপথের পাশে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। পিতৃমাতৃ-পুত্রকন্যা-হত্যায় হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারার ব্যবস্থা ছিল। সর্পদংশনের চরমদণ্ডের ব্যবস্থাও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড ব'লেই আমার মনে হয়। ধর্ম্মাবতার!

এ পাপ এত বড় পাপ, এত ভীষণ পাপ, যা পৃথিবীও সইতে পারে না

পদ্ম। (উকিলের কথার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং শুনিতেছিল এবং ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে এবার চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সম্মুখে আসিল) না না না। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। সে আমার পাপ। ওগো জজসাহেব, তুমি বিচার কর। আমাকে সাজা দাও।

সরকারী উকিল। কে? কে তুমি?

ইন্‌স্পেক্টর। ইওর অনার, এই মেয়েটি, আসামী যতদিন জেল হাজতে এসেছে ততদিন জেল-কম্পাউণ্ডের চারিদিকে চীৎকার ক'রে বেড়ায়। বোধ হয় পাগল।

পদ্ম। না না, আমি পাগল নই। জজসাহেব, আমিই পাপী, তুমি আমার বিচার কর।

জজ। কি বলতে চাও তুমি? তুমি কে?

পদ্ম। আমার নাম পদ্ম।

সরকারী উকিল। তুমি পদ্ম বাগদিনী? ইওর অনার, এ মেয়েটি ওই আসামীর কুলত্যাগিনী ভগ্নী—এ হার্লট।

পদ্ম। হাঁা হুজুর, আমি পাপ পদ্ম, সর্ব্বনাশী পদ্ম। আমার পাপেই এ সর্ব্বনাশ ঘটেছে হুজুর। তুমি বিচার কর, আমাকে সাজা দাও।

জজ। কি বলছ তুমি? কি করেছ?

পদ্ম। আমি বিধবা মেয়ে, রায়বাবুকে দেখে আমি কেন ভুললাম? আমাকে দেখে রায়বাবুর বড় ছেলে কেন পাগল হয়ে উঠল? দাদা আমাকে ধূলো ঝেড়ে বাড়ী নিয়ে এল, কেন আমি তবু থাকতে পারলাম না? পেটের জ্বালা আমি কেন সইতে পারলাম না?

ওগো জজসাহেব, আমি কেন মরতে পারলাম না, কেন মরতে পারলাম না ?

বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল

জজ। পুওর গার্ল, আই পিটি হার।

পদ্ম। বিচার কর জজসাহেব, বিচার কর।

জজ। ঈশ্বর সে বিচার করবেন। এখন তুমি যদি এই তারাচরণের খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও তো বল। এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

পদ্ম। বিচার করে দেখ তুমি এ খুন আমি করেছি।

জয়া। (অগ্রসর হইয়া আসিল) না না। ওই রাক্ষস ওই খুনে ওই দত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। জজসাহেব, তুমি বিচার কর।

জজ। ওয়েল, হু ইজ শী—

সরকারী উকিল। এই মেয়েটি আমাদের প্রধান সাক্ষী, ইওর অনার মৃত তারাচরণের স্ত্রী, এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী।

জজ। (জয়ার প্রতি) তুমি এই খুন নিজের চোখে দেখেছ ?

জয়া। নিজের চোখে দেখেছি ! জজসাহেব, হুজুর, দেখে আমি চীৎকার করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এগিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল, মাটিতে প'ড়ে গেলাম, যেতে পারলাম না। তবু হুজুর, চোখ বুজি নি, পলক পড়ে নি, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল; সমস্ত, সমস্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই ওই ওই রাক্ষস তাকে খুন করেছে।

পদ্ম। না না। ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাত হয়, বজ্রাঘাত হয়, হুজুর, তার জন্যে

দায়ী কি সাপ, না বাজ? আমি বলছি, আমার পাপে হয়েছে জজসাহেব; তুমি বিচার কর।

জজ। ইন্‌স্পেক্টর, পদ্মকে তুমি বাইরে নিয়ে যাও।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি বাইরে এস।

পদ্ম। না না না।

ইন্‌স্পেক্টর। কন্‌স্টেবল!

পদ্ম। না না না, আমি যাব না, আমি যাব না। আমার পাপ।

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। পদ্ম! অধীর হোস নি।

পদ্ম। এই—এই জজসাহেব, এই সকল পাপের মূল, এই—এই—

কালী। পদ্ম!

পদ্ম স্তব্ধ হইল

কালী। যা। এখান থেকে যা তুই।

কন্‌স্টেবল তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল

কালী। তুমিও এসেছ বড়বাবু? (ধনদা মাথা নত করিলেন) বড় খোকাবাবুর শোধ দেখতে এসেছ?

জজ। লেট আস প্রোসিড মিঃ বোস। সাক্ষীকে ডকে উঠতে বলুন।

ইন্‌স্পেক্টর সাক্ষীর ডকের দরজা খুলিয়া দিল

উকিল। জয়া বাগদিনী, তুমি যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

কালী। না। তুমি যেও না বউমা। হুজুর—

জয়া। রাক্ষস! খুনে! অভর পেট তোর ছেলেকে খেয়েও ভরে নি, এখনও তোর বাঁচতে সাধ?

কালী। হুজুর, আমি নিজেই সব কবুল খাচ্ছি। ছেলেকে আমি খুন

করেছি, সে কথা তো আমি গরকবুল খাই নি। তবু তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে না। সব কথা না শুনে—। একটু জল, একটু জল পাব হুজুর ?

জজ। ইন্‌স্পেক্টর!

ইন্‌স্পেক্টর দ্রুত চলিয়া গেল

কালী। ধর্ম্মাবতার!

জজ। অপেক্ষা কর, জল নিয়ে আসছে।

কালী। আর আমি চুপ ক'রে থাকতে পারছি না হুজুর। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তবু আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না।

ইন্‌স্পেক্টর জল লইয়া আসিল, কালী দুই হাত বাড়াইয়া জলের গ্লাস লইয়া নিঃশেষে পান করিল

কালী। হুজুর, মনে করেছিলাম বংশের কলঙ্কের কথা মরণ পর্য্যন্ত বলব না। কিন্তু সে না শুনে তোমরা যখন ফাঁসি দেবে না, তখন বলি। হুজুর, বউমা বলেছে, আমার অভর পেট। হ্যাঁ, আমার পেট অভরই বটে। শুধু আমার কেন, আমার বাবার, আমার মায়ের, আমার ঠাকুরদাদার—সবারই পেট অভর। পেটের দায়ে, হুজুর, রায়বাবুদের জন্যে দাঙ্গাবাজি ঘর-জ্বালানো ছিল আমাদের পেশা। বাবুদের চাকরান জমি আমরা ভোগ করতাম। আমার ছেলে তারাচরণের পেট শুধু অভর ছিল না হুজুর, পেটের দায়ে সে লাঠিয়ালি করে নি। সে ছিল কবিয়াল। সে বলত, 'যে বাঁশেতে লাঠি হয় মন, সেই বাঁশে হয় মোহন বাঁশী।' সে লাঠিয়ালি করে নি, তাই রায়বাবু আমাদের চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিল। আমি তখন জেলে। ফিরে এসে রায়বাবুর কাছে

গেলাম জমির জন্তে, হুজুর, এই অভর পেটের জন্তে। কেন গিয়েছিলাম, আঃ, আমি কেন গিয়েছিলাম!

সে স্তব্ধ হইয়া কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রাখিল

সরকারী উকিল। কালীচরণ!

কালী। বলতে পারছি না হুজুর, বলতে আমি পারব না।

সরকারী উকিল। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে। তুমি সেখানে গিয়ে দেখলে তোমার বিধবা বোন পদ্মকে? রায়বাবু তাকে ভৈরবী ক'রে নিজের বাগান-বাড়িতে রেখেছিল?

কালী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

উকিল। দেখে তোমার ইজ্জতে আঘাত লাগল?

কালী। ইজ্জৎ? (হাসিল) ছোটলোকের ইজ্জৎ? হুজুর, গরিবের ছোটজাতের ঘরে সুন্দরী মেয়ে হ'লে দেবতার নৈবিদ্যির মত বড়-লোকের—উঁচুজাতের নৈবিদ্যি হয়। সে কথা নয়।

জজ। তবে?

কালী। সে কথা আমি বলতে পারব না। না, আমি বলব না।

ধনদাপ্রসাদ এতক্ষণ স্থির মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের যদি অনুমতি হয়, তবে আমি সে কথা বলব।

জজ। তুমি?

ধনদা। উপস্থিত আমি সন্ন্যাসী। সংসার-জীবনে আমার নাম ছিল

সরকারী উকিল জজসাহেবকে কি বলিলেন

ধনদাপ্রসাদ রায়। আমিই ছিলাম সেই জমিদার—রায়বাবু।

ধনদাপ্রসাদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন

জজ। বলুন, আপনি কি বলতে চান বলুন?

ধনদা। মহামান্য বিচারক, আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার একমাত্র দেবতা। আমি মিথ্যা বলব না। যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্যকে কালীচরণ উচ্চারণ করতে পারছে না, সেই সত্যকে আমি স্বীকার করব। কালীচরণই আমাকে এ সত্য জানিয়েছিল। আমি জানতাম না। আমি জানতাম না যে, রূপমোহে ধর্মের ভানে যে পদ্মকে আমি ব্যভিচারসঙ্গিনী করেছিলাম সে বাগদিনীর গর্ভে আমারই পিতার ব্যভিচার-পাপের ফল; সে আমার ভগ্নী।

জজ। মাই গড!

সমস্ত আদালতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল

ধনদা। আমি জানতাম না। প্রথমে বিশ্বাসও করি নি। কিন্তু কালীচরণ দেখিয়ে দিলে আমার মুখে এই জরুল, এই তিল; পদ্মের মুখেও ঠিক এক জায়গায় এমনই জরুল, এমনই তিল; কালীর মুখেও দেখলাম তাই। মনে পড়ল, আমার বাবার মুখেও ছিল এমনই জরুল, এমনই তিল। আশ্চর্য্যের কথা হুজুর, পদ্মর মুখের ওই তিলের সৌন্দর্য্যই আমাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করেছিল।

ধনদাপ্রসাদ স্তব্ধ হইল

জজ। আর আপনার কিছু বলবার আছে?

ধনদা। আছে।

জজ। বলুন।

ধনদা। ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে সত্যকে আংশিকভাবে গোপন করলে, সেও হবে মিথ্যাচরণের সামিল। ধর্ম্মাবতার, আমার পিতার পাপ, আমার পাপ, তখন বংশধর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে প্রকাশ

পেয়েছে। তারও পাপদৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল এই পদ্মর উপর। বংশের পশুত্ব তার মধ্যে চরমতম উন্মত্ততায় আত্মপ্রকাশ করেছিল—উন্মত্ত পশুতে আর তাতে কোন প্রভেদ ছিল না।

কালী। আমি তাকে জানোয়ারের মতই খুন করেছিলাম।

সরকারী উকিল। প্রমদাবাবুকে তুমি খুন করেছ?

কালী। হ্যাঁ। তার আগে দাঙ্গাবাজিতে লোকের মাথা ফাটিয়েছি, লোক মরেছে কিন্তু সে তো খুন নয়, সে লড়াই। আর এ—ওঃ—ওঃ—! বড়বাবু, সেদিন তুমি আমাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলে। তোমার অভিসম্পাতেই—

ধনদা। না কালীচরণ, না।

কালী। তবে? কেন আমি খুন করলাম তারাচরণকে? সে আমায় 'বাবা' ব'লে ডেকেছিল, কেন আমার মনে হ'ল বড়খোকাবাবু তোমাকে ডাকছে? হুজুর, ওই ভুলেই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। রাত্রে যখন পথিক খুন করতাম, তখন প্রতিজনকেই মনে হ'ত বড়খোকাবাবু। সেদিনও অন্ধকার রাত্রে পথের ওপর ব'সে ছিলাম, বাদলায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল, আমার অভর পেট খিদেয় জ্বলে যাচ্ছিল। হুজুর সেদিন ঠিক করেছিলাম আর পাপ কাজ করব না—তাই সাউজী চাল দেয় নাই। তারপর ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তারই মধ্যে হঠাৎ দেখলাম, সাদা কাঠির মত কি নড়ছে। মাথার মধ্যে খেলে গেল—বড়খোকাবাবু। লাফিয়ে উঠলাম, মারলাম ফাবড়া। সে পড়ল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'বাবা'! আমি ঠিক শুনলাম বড়খোকাবাবুর আওয়াজ। ছুটে গিয়ে—আঃ—আঃ—আঃ—।

অধীর হইয়া উঠিল

সরকারী উকিল। কালীচরণ! কালীচরণ।

কালী। আঃ—হুজুর, আমি বড়খোকাবাবুকে খুন করেছি, কত পথিক খুন করেছি, শেষে আমার নিজের ছেলেকে খুন করেছি; বিচার কর, আমাকে সাজা দাও, আমাকে ফাঁসি দাও।

আদালত স্তব্ধ

কালী। তবে হুজুর, ফাঁসির আগে একদিন আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিও হুজুর। ভাল—খুব ভাল খাবার, অভর পেটে পেট ভরে আমাকে খেতে দিও।

জজ। মিঃ বোস, আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে বলুন।

উকিল। ইওর অনার, এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কিছু নেই।

জজ। (জুরীদের প্রতি) জেণ্টল্‌মেন, আসামী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আপনাদের মত?

ফোর্‌ম্যান। ইওর অনার, আসামী দোষী।

কালী। জয় হোক হুজুরের, জয় হোক।

ফোর্‌ম্যান। কিন্তু হুজুর, আসামীর প্রতি ফাঁসির আদেশের পরিবর্ত্তে আমরা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে ধর্ম্মাধিকরণকে অনুরোধ করি।

কালী। না না, ফাঁসি, ফাঁসি, হুজুর আমাকে ফাঁসি দাও।

ফোর্‌ম্যান। আসামীর যে পাপ, সে অপরাধ, তার যোগ্য শাস্তির বিধান মানুষের দণ্ডবিধিতে নেই ব'লেই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য বিচারক নিজে তার দণ্ডবিধান করেছেন ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দিলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হয় ব'লে আমরা মনে করি।

জজ। আই অ্যাকসেপ্ট ইওর ভারডিক্ট।

কালী। ভগবান! ঈশ্বর! বলতে পার হুজুর, আবার যদি পালিয়ে গিয়ে আমি মানুষ খুন করি, তবে তোমাদের ভগবান আমাকে আর কোন সাজা দেবে? আর ত আমার তারাচরণ নেই।

জজ। Transportation for life—আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ দেওয়া হ'ল।

কালীচরণ পাগলের মত হাসিতে লাগিল

ইন্‌স্পেক্টর। চুপ-চুপ-চুপ কর তুমি।

জজ। ওর মনের আবেগ শেষ করতে দাও ইন্‌স্পেক্টর—সেটুকু দয়া দেখাতে কার্পণ্য ক'রো না।

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড

হাস্য

ধনদা। কালী! কালী!

কালী। দয়া! বিচার! ঈশ্বরের দণ্ড!

উচ্চহাস্য

ধনদা অগ্রসর হইয়া আসিলেন

ধনদা। কালীচরণ!

কালী। বড় বাবু?

ধনদা। চুপ কর, স্থির হ।

কালী। বড়বাবু, তুমি আমার মনিব, আমার ভাই। একটা উপকার কর হুজুর। জজসাহেবকে ব'লে আমার ফাঁসির হুকুম করিয়ে দাও। ফাঁসি। ফাঁসি। বলতে পার, কি ক'রে—কি নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?

ধনদা। ভগবানের নামকে সম্বল কর কাল'—

কালী। (চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না। তার নাম তুমি আমায়

কাছে ক'রো না। ছোট জাত—পাপী আমি, তার নাম নিয়ে কি করব ? কি হবে ? সে আমার কি করেছে ? কি দিয়েছে ?

ধনদা। না না কালী, ও কথ বলিস নি। তাঁর বিধান—

কালী। তার বিধান ? ভগবানের বিধান !

উচ্চহাস্য

ধনদা। কালী !

কালী। মানি না, মানি না। যে ভগবানের বিধানে তোমার বাবা আমার মাকে ভুলিয়েছিল, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি পদ্মকে ভৈরবী করিয়েছিলে— .

ধনদা। কালীচরণ, আমাকে ক্ষমা কর। ওরে, আমাকে তুই ক্ষমা কর।

কালী। যে ভগবানের বিধানে আমাদের বাপের সম্পত্তি সব তুমি পাও, তোমার ছেলেরা পায়, আর আমার চাকরান জমি বাজেয়াপ্ত হয়, তাকে আমি মানি না। যে ভগবানের বিধানে তুমি বামুন, আমি বাগদী ; যার বিধানে তোমাদের জমিতে এত ধান, ঘরে, সিন্দুকে এত আসবাব এত ধন, তোমাদের এত সুখ, আর আমার গড়া ক্ষেত চ'লে যায়, ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পোষপার্ব্বণের দিনে পেটের জ্বালায় বোন বেরিয়ে চলে যায়, তাকে আমি মানি না। বলতে পার বড়বাবু, তার বিধানে কেন তুমি দুধে ভাতে পেট পুরে খাও ফেলে দাও, পোষা কুকুরকে দাও, তবু তোমার ফুরোয় না, আর আমি কেন একবেলা আধপেটা খেতে পাই না, স্ত্রীপুত্রের মুখে তুলে দিতে পাই না ? কেন ? কেন ?

ধনদা। অপরাধ, আমার অপরাধ, আমার পিতৃপুরুষের অপরাধ আমি স্বীকার করছি কালীচরণ। এ বিধান ভগবানের নয়। এ বিধান

মানুষের গড়া বিধান। এ বিধান থাকবে না, ভেঙে যাবে। আমি বলছি তোকে, ভেঙে যাবে।

কালী কবে? কবে? কবে?

ইন্‌স্পেক্টর। (ধনদাকে) আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখান থেকে চ'লে যান।

ধনদা। কালী, পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই।

প্রস্থান

ইন্‌স্পেক্টর। এস তুমি।

কালী। (জয়ার দিকে চাহিয়া) বউমা।

জয়া ফিরিয়া চাহিল। সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে শব্দ উঠিল 'খুন! খুন!' এবং শব্দকে ছাপাইয়া ভাসিয়া উঠিল পদ্মের হাস্যধ্বনি। বুকে ছুরিকাবিদ্ধ অবস্থায় ধনদাপ্রসাদ পিছনে হটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল পদ্মকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করিল; পদ্ম হা-হা করিয়া হাসিতেছিল

কনস্টেবল। এই খুন করেছে, এই।

পদ্ম। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ছুরি, তোমার বুকেই বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। পদ্ম!

ধনদা। (যন্ত্রণার মধ্যে) কালী, এইবার আমাকে ক্ষমা কর কালী।

কালী। (ধনদার পাশে বসিল, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল) ভগবান, ভগবান, দয়া কর দয়াময়। ক্ষমা কর ঠাকুর। বড়বাবুকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, পদ্মকে ক্ষমা কর। মানুষকে ক্ষমা কর প্রভু। ভগবান, মানুষকে তুমি হিংসে ভুলিয়ে দাও, তাকে তুমি সুখ দাও, তুমি আর চোখের সামনে থাক। তাকে তুমি শান্তি দাও [illegible]। তাকে পেট ভ'রে—পেট ভ'রে খেতে দাও দয়াময়।

যবনিকা